পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন
পিকেএসএফ

লোকমোর্চা
ন্যায্য সমাজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার

ওয়েভ ফাউন্ডেশন
WAVE FOUNDATION
Together for Better Life

সামাজিক পুঁজি গঠনের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় সরকারি সেবাসমূহ জনবান্ধবকরণ (লোকমোর্চা) প্রকল্প

অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তায়
Learning and Innovation Fund
to Test New Ideas (LIFT)

লোকমোর্চা প্রকল্পের সফলগাঁথা
(জুলাই ২০২১ - জুন ২০২৪)

সামাজিক পুঁজি গঠনের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় সরকারি সেবাসমূহ জনবান্ধবকরণ (লোকমোর্চা) প্রকল্প

লোকমোর্চা প্রকল্পের সফলগাঁথা
(জুলাই ২০২১ - জুন ২০২৪)

লোকমোর্চা প্রকল্পের সফলগাঁথা

সামাজিক পুঁজি গঠনের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় সরকারি সেবাসমূহ জনবান্ধবকরণ

উপদেষ্টা

মহসিন আলী
নির্বাহী পরিচালক
ওয়েভ ফাউন্ডেশন

কারিগরি তত্ত্বাবধানে

মোঃ শাহরিয়ার মাহমুদ
ব্যবস্থাপক (কার্যক্রম), পিকেএসএফ

ডা: মোঃ সুলাইমান হোসাইন
উপ-ব্যবস্থাপক (সমন্বিত কৃষি ইউনিট), পিকেএসএফ

সংকলন ও সম্পাদনা

আব্দুস শুকুর
ফোকাল পারসন, লোকমোর্চা প্রকল্প ও এডভাইজার, ওয়েভ ফাউন্ডেশন

সম্পাদনা সহযোগিতায়

মোঃ কামরুজ্জামান
ফিল্ড সমন্বয়কারী, লোকমোর্চা প্রকল্প. ওয়েভ ফাউন্ডেশন
মোঃ হাবিবুল ইসলাম ও আব্দুল আলীম সজল
উপজেলা সমন্বয়কারী, লোকমোর্চা প্রকল্প, ওয়েভ ফাউন্ডেশন

গ্রাফিক ডিজাইন ও মুদ্রণে
ওয়েভ সলুশনস

প্রকাশক
পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন LIFT কর্মসূচির আওয়ার সহযোগী সংস্থা "ওয়েভ ফাউন্ডেশন" কর্তৃক মুদ্রিত

অর্থায়নে ও সহযোগিতায়
Learning and Innovation Fund to Test New Ideas (LIFT)

প্রকাশকাল
জুন ২০২৪

মুখবন্ধ

তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিক সমাজের সংগঠন 'লোকমোর্চা' সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে এনজিওদের স্থানীয় পর্যায়ের নেটওয়ার্ক 'গভার্নেন্স কোয়ালিশন' ডিসেম্বর ২০০৪ হতে ২০১০ সাল পর্যন্ত **"সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহকে দায়বদ্ধ ও জনঅংশগ্রহণমূলক করার মাধ্যমে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণ"** শিরোনামে প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। দীর্ঘ এ পথচলায় লোকমোর্চা দৈনন্দিন কাজের মাধ্যমে কর্মএলাকার কমিউনিটি, স্থানীয় সরকার ও প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলে তার গ্রহণযোগ্যতা এবং ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের কারণে নির্দলীয় সামাজিক সংগঠন হিসেবে গড়ে ওঠে। ৬ বছরের অধিক সময়কাল ধরে লোকমোর্চার ধারাবাহিক কার্যক্রমের ফলে স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি সেবাসমূহের (বিশেষত: স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি) দায়বদ্ধতা ও সেবার মান বৃদ্ধির পাশাপাশি ইউনিয়ন পরিষদের স্ট্যান্ডিং কমিটি ও গ্রাম আদালত কার্যকরীকরণ, জনঅংশগ্রহণমূলক উন্মুক্ত বাজেট সভা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়। এটি নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণে স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন পরিস্থিতির উন্নয়নে একটি মাইলফলকও বটে। একই সাথে স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণে পলিসি এডভোকেসির ক্ষেত্রে সফলতার দাবী করা যেতে পারে যেখানে সংস্থার সাথে তৃণমূলে লোকমোর্চার সম্পৃক্ততা অনস্বীকার্য। এছাড়া লোকমোর্চা মানবাধিকার ও নারীর অধিকারসহ নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা রাখার ফলে কর্মএলাকার সকল মহলে অনন্য এক উদাহরণ।

সমাজের সুবিধা বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ে বিভিন্ন ধরণের প্রসংশনীয় কাজের ধারাবাহিকতায় পিকেএসএফ-এর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ লোকমোর্চার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার বিষয়টিকে সবসময় গুরুত্ব দিয়েছেন। এ ধারাবাহিকতায় ২০১৯ সালে লোকমোর্চার কাজের আরও প্রচার ও প্রসারে চুয়াডাঙ্গা এবং মানিকগঞ্জ জেলায় **'সামাজিক পুঁজি গঠনের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় সরকারি সেবাসমূহ জনবান্ধবকরণ (লোকমোর্চা)'** শিরোনামে আরও একটি প্রকল্প কার্যক্রম শুরু হয়। দুইটি পর্যায়ে প্রকল্পটি সরকারের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি এবং নারীর প্রতি সহিংসতা ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সামাজিক এডভোকেসিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। লোকমোর্চা কর্তৃক বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে প্রকল্প এলাকায় বেশ কিছু ভাল উদাহরণ দৃশ্যমান হয়েছে। সংগঠনটির কাজের প্রসারে এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের কাছে এ সকল কাজ তুলে ধরার প্রয়াস থেকে প্রকাশনাটি তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আশা করি, এ সৃজনশীল চর্চার উদাহরণস্বরুপ **'লোকমোর্চা প্রকল্পের সফলগাঁথা'** প্রকাশনাটি দাতা সংস্থাসহ বিভিন্ন অংশীজনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। সবশেষে, এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে ওয়েভ ফাউন্ডেশনকে সার্বিক সহযোগীতার জন্য পিকেএসএফ কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। একইসাথে লোকমোর্চা প্রকল্পের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন ও প্রকাশনার সাথে যুক্ত সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

মহসিন আলী
প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক

সূচিপত্র

০৭ সামাজিক পুঁজি গঠনের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় সরকারি সেবাসমূহ জনবান্ধবকরণ (লোকমোর্চা) প্রকল্প

০৮ প্রকল্পের ফেজ-২ এর লোকমোর্চা কর্তৃক ফলাফলভিত্তিক সফল উদ্যোগ ও আয়োজন

৩৩ কেইস স্টাডি

৩৭ একনজরে সংখ্যাগত অবস্থা

৩৯ প্রকল্প অংশীজনদের অভিমত

৪১ নমুনা ভিত্তিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ

সামাজিক পুঁজি গঠনের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় সরকারি সেবাসমূহ জনবান্ধবকরণ (লোকমোর্চা) প্রকল্প

লক্ষ্য

সামাজিক পুঁজি গঠনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।

উদ্দেশ্যসমূহ

- লোকমোর্চা'র উদ্যোগে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কৃষিসহ সরকারি সেবায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অভিগম্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা।
- সরকারি সেবার দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে লবিং ও এডভোকেসি করা।
- নারীর প্রতি সহিংসতা ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধসহ সামাজিক ইস্যুতে জনমত গড়ে তোলা।

কর্ম এলাকা

চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন এবং মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলার ১০টি ইউনিয়ন।

পটভূমি ও যৌক্তিকতা

ওয়েভ ফাউন্ডেশন ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তায় জুলাই ২০১৯ হতে চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর ও মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলায় 'সামাজিক পুঁজি গঠনের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় সরকারি সেবাসমূহ জনবান্ধবকরণ' প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শুরু করে। পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথম বছরে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমে গতি আসার পরপরই বিগত মার্চ ২০২০ হতে সারাদেশে কোভিড-১৯ অতিমারী শুরু হয়। এ সময় মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম ব্যাহত হলেও লোকমোর্চা কোভিড-১৯ মোকাবেলায় নিজ নিজ কর্মএলাকায় স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য উপকরণ ও ত্রাণ বিতরণসহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। উল্লেখ্য, তুলনামূলকভাবে নতুন কর্মএলাকা মানিকগঞ্জ জেলায় এডভোকেসি উদ্যোগ গ্রহণ অনেকটা চ্যালেঞ্জ হলেও লোকমোর্চা প্রথম বছরের পরিকল্পিত কাজের অসমাপ্ত কাজসহ সার্বিক কার্যক্রম মানসম্মতভাবে সম্পন্ন করে প্রকল্পের ফেজ-১ সফলভাবে শেষ করে। এ সময়ে লোকমোর্চার ধারাবাহিক উদ্যোগের ফলে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সেবায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অভিগম্যতা বৃদ্ধি, নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ, ইউনিয়ন পরিষদের কাজে সক্রিয় জনঅংশগ্রহণ এবং স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা বৃদ্ধিসহ জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ইস্যুতে জনমত গড়ে তুলতে লোকমোর্চা স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে অন্যান্য বিষয়েও এডভোকেসি উদ্যোগ গ্রহণ অব্যাহত রাখে। ফেজ-১ এর কাজের সার্বিক মূল্যায়ন শেষে পিকেএসএফ জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৪ সময়কালের জন্য প্রকল্পের ফেজ-২ অনুমোদন প্রদান করে যা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন। এ সময়ে করোনা প্রেক্ষাপট এবং স্থানীয় জনগণ ও প্রশাসনের ইতিবাচক মনোভাবের প্রতি গুরুত্বারোপ করে ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর নিজস্ব অর্থায়নে চুয়াডাঙ্গার প্রকল্প এলাকা জীবননগরের পাশাপাশি দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা সদর ও আলমডাঙ্গায় উপজেলা লোকমোর্চা পুর্ণগঠন করে তাদের মাধ্যমে সামাজিক এডভোকেসি উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে সহায়তা করে যাচ্ছে, যা কর্মএলাকায় প্রকল্পের লক্ষিত সরকারি সেবাসমূহ জনবান্ধবকরণে বিশেষ অবদান রাখছে। এরই ধারাবাহিকতায় উভয় কর্মএলাকায় লোকমোর্চার দীর্ঘ অতীত ও ফেজ-১ এর অভিজ্ঞতার আলোকে ফেজ-২ এর পরিকল্পিত কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। প্রকল্পের ফেজ-২ এর (জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৪) লোকমোর্চা প্রকল্প কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগের মধ্যে ফলাফল ভিত্তিক অনেক সফল ঘটনা থাকলেও নমুনা ভিত্তিক বিশেষ কিছু কেইস স্টাডিসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মতামত ও ভবিষ্যতে করণীয় বিষয়ে 'লোকমোর্চা প্রকল্পের সফলগাঁথা' শিরোনামে প্রকাশনাটির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

প্রকল্পের ফেজ-২ এর লোকমোর্চা কর্তৃক ফলাফলভিত্তিক সফল উদ্যোগ ও আয়োজন

তৃণমূলে সফল সামাজিক উদ্যোগ বাস্তবায়নের অন্যতম পূর্বশর্ত দক্ষ নেতৃত্ব

ঘটনা বিশ্লেষণ

একেবারে তৃণমূল পর্যায়ের সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে সমাবেশীকরণ এবং তাদের রাষ্ট্রস্বীকৃত অধিকার আদায় ও প্রাপ্তিতে সচেতনতা সৃষ্টি ও সোচ্চার হয়ে তা সামাজিক আন্দোলনে রুপ দিতে প্রকল্পভুক্ত ১৮টি ইউনিয়নের বৃহৎ ওয়ার্ডের সংগঠিত ৫৪টি 'কমিউনিটি গ্রুপ-সিজি' এর নেতৃবৃন্দের নেতৃত্ব বিকাশ ও এডভোকেসি বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নে সিংগাইর ও জীবননগর উপজেলায় অনুমোদিত বাজেটের মধ্যে ০৪ ব্যাচে ১০০ জনকে দিনব্যাপী (২৫-২৬ অক্টোবর ২০২১ এবং ২৯-৩০ জানুয়ারী ২০২২) রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় ছিল - প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কার্যক্রম, বাস্তবায়ন কৌশল ও প্রত্যাশিত ফলাফল; উন্নয়ন ও অধিকার এবং উন্নয়নে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের অভিগম্যতা কেন প্রয়োজন; উন্নয়নের মূলধারায় নারী-পুরুষের সমতার গুরুত্ব; সুশাসন ও উন্নয়ন এবং উন্নয়নে সুশাসন কেন জরুরি; নেতা ও নেতৃত্ব কী এবং কেন; এডভোকেসি কী ও কেন, সামাজিক এডভোকেসির কৌশল; সামাজিক এডভোকেসিতে লোকমোর্চা ও কমিউনিটি গ্রুপের ভূমিকা; স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সেবায় জনগণের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধিতে কমিউনিটি গ্রুপের ভূমিকা ও করণীয়; প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ও সমাপনী। কর্মএলাকার ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত এসব প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ, উপজেলা সমাজসেবা ও মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগণ, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণ, জেলা/উপজেলা লোকমোর্চার সভাপতি/সম্পাদকগণ। প্রশিক্ষক/সহায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সংস্থা ও প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ এবং লোকমোর্চার দক্ষ নেতৃবৃন্দ। সমাপনীতে কমিউনিটি গ্রুপের নেতৃবৃন্দ বলেন, 'এখানকার শিখনগুলো নিজ নিজ গ্রুপে গিয়ে আলোচনা করে আমরা নিজেদের ও এলাকার অসহায় মানুষের হয়ে কাজ করবো'।

ফলাফল ও প্রভাব

গ্রামের দরিদ্র জনগণের কাছ থেকে জানা গেছে, কমিউনিটি গ্রুপের নেতৃবৃন্দ নিজেরা সংগঠিত হয়ে ও লোকমোর্চাকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, দাবী উত্থাপনসহ অনেকের সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করেছে।

সমাপনীতে বক্তব্য রাখেন জয়মন্টপ সিজি সভাপতি সুফিয়া বেগম

সেশন পরিচালনায় জীবননগর উপজেলা লোকমোর্চার সাধারন সম্পাদক আবু মোঃ আব্দুল লতিফ অমল

নেতৃত্বদানকারী সামাজিক সংগঠন লোকমোর্চা ও দায়িত্বশীল দক্ষ জনবল সফল প্রকল্প বাস্তবায়নের নিয়ামক শক্তি

ঘটনা বিশ্লেষণ

প্রকল্পের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল ও ফলাফলভিত্তিক করতে ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর আয়োজনে ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় ৪ মার্চ ২০২৩ সিংগাইরের তালেবপুর ইউনিয়নের কলাবাগানে এবং ০৬-০৭ জুন প্রকল্পের পরিকল্পিত কাজের অংশ হিসাবে চুয়াডাঙ্গা ও মানিকগঞ্জ জেলার জীবননগর ও সিংগাইর উপজেলার জেলা, উপজেলা ও ইউপি লোকমোর্চার সক্রিয় নেতৃবৃন্দের দায়িত্ব-কর্তব্য ও নেতৃত্ব বিকাশ বিষয়ক দিনব্যাপি ওরিয়েন্টেশন এবং প্রকল্পাধীন কর্মকর্তাগণসহ প্রকল্পের সাথে প্রত্যক্ষ/পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সংস্থার কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন কৌশলসহ এডভোকেসি বিষয়ে ২ দিনের রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় ঢাকার আদাবরস্থ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'সেতু'র হলরুমে। উল্লেখ্য, প্রকল্প বরাদ্দের সাথে সংস্থার অনুদান যুক্ত করে বাড়তি ব্যয় নির্বাহ করা হয়। আলোচিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য - প্রকল্পের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য-কার্যক্রম-বাস্তবায়ন কৌশল ও প্রত্যাশিত ফলাফল; বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা, স্থানীয় সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সেবার বর্তমান অবস্থা; সরকারি সেবায় দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অভিগম্যতা কেন প্রয়োজন; উন্নয়নের মূলধারায় জেন্ডার সমতার গুরুত্ব; সুশাসন, উন্নয়ন ও উন্নয়নে সুশাসন কেন জরুরি; লোকমোর্চা কী ও কেন? সামাজিক এডভোকেসিতে লোকমোর্চার ভূমিকা, জনবান্ধব সরকারি সেবা নিশ্চিতকরণে লোকমোর্চা ও প্রকল্প কর্মকর্তাগণের করণীয়; প্রকল্পের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়; সোশ্যাল অডিট পরিচালনা প্রক্রিয়া এবং সোশ্যাল অডিট পরিচালনায় সংশ্লিষ্টদের ভূমিকা; পাবলিক হিয়ারিং এর প্রয়োজনীয়তা এবং পরিচালনায় লোকমোর্চা ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের ভূমিকা; প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা; কার্যকর ও সফলভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ও সংস্থার কর্মকর্তাগণের করণীয়/ভূমিকা ইত্যাদি ও সমাপনী। সূচি অনুযায়ী ওরিয়েন্টেশন সেশনের আলোচনা শেষে প্রধান অতিথি সিংগাইর উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব দিপন দেবনাথ বলেন, "আমি মনে করি অংশগ্রহণকারীদের ধারণা স্পস্ট হয়েছে, দক্ষতাও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শিখনগুলো কর্ম এলাকায় প্রয়োগ করে জনবান্ধব সরকারি সেবা কার্যকরীকরণে লোকমোর্চা আরো সক্রিয় ভূমিকা রাখবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস"। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ইউপি চেয়ারম্যান, জীবননগর ও সিংগাইর উপজেলা লোকমোর্চার নেতৃবৃন্দ। অপরদিকে ঢাকায় অনুষ্ঠিত কর্মকর্তাগণের রিফ্রেশার প্রশিক্ষণে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মহসিন আলী বলেন, "লোকমোর্চাসহ যে কোন প্রকল্প সফলভাবে ও ফলাফলভিত্তিক করতে কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও মানসম্মতভাবে বাস্তবায়ন, কার্যকর মনিটরিং ও ফলো-আপের মাধ্যমে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ। সর্বোপরি আমি মনে করি, নেতৃত্বদানকারী সামাজিক সংগঠন লোকমোর্চা খুবই দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে চলেছে এবং এটিকে সামাজিক পুঁজিতে রুপান্তর করতে দক্ষ জনবলের কোন বিকল্প নেই"। বিষয়ভিত্তিক ওরিয়েন্টশন সেশন পরিচালনা করেন ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর মোঃ কামরুজ্জামান যুদ্ধ, প্রোগ্রাম ফোকাল আব্দুস শুকুর, সংস্থার প্রধান কার্যালয় (ঢাকা) এর সহকারী পরিচালক অনিরুদ্ধ রায় এবং উপ-পরিচালক কানিজ ফাতিমা প্রমূখ। অপরদিকে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন দক্ষ প্রশিক্ষক ও পরামর্শক জনাব আব্দুস সবুর এবং ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর প্রশিক্ষণ বিভাগের উপ-পরিচালক জনাব জহির রায়হান ও সিনিয়র সমন্বয়কারী জনাব অব্দুস সালাম প্রমূখ।

ফলাফল ও প্রভাব

প্রকল্প কর্মকর্তাগণের দক্ষ ব্যবস্থাপনায় কর্মএলাকায় লোকমোর্চা কর্তৃক নানামুখী সফল উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফলে সরকারি সেবায় (কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনী কর্মসূচি) দরিদ্র ও প্রান্তিকসহ সাধারন মানুষের প্রবেশাধিকার ও প্রাপ্তি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কমিউনিটিতে, স্থানীয় সরকার, স্থানীয় প্রশাসন ও সরকারি বিভাগের কাছে লোকমোর্চার গ্রহণযোগ্যতাও প্রসংশনীয়।

ওরিয়েন্টেশনে বক্তব্য রাখছেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা লোকমোর্চার সভাপতি এডভোকেট মানিক আকবার ও প্রশিক্ষণ উপস্থাপনায় প্রধান প্রশিক্ষক জনাব আব্দুস সবুর (ডানে)।

জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্রিয় ও শক্তিশালী সংগঠনের বিকল্প নেই

ঘটনা বিশ্লেষণ

সামাজিক সংগঠন হিসেবে লোকমোর্চা প্রায় দেড় যুগের বেশি সময় ধরে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের রাষ্ট্র স্বীকৃত অধিকার ও প্রাপ্তি আদায় এবং সরকারি সেবায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অভিগম্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে কাজ করে চলেছে। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রতি ২ বছর অন্তর লোকমোর্চা কমিটি পুনঃগঠন করা হয়। কমিটির সদস্যরা মাসিক বা দ্বি-মাসিক সভায় মিলিত হয়ে তাদের কার্যক্রম নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। তবে এদের মধ্যে এমন কিছু সদস্য আছে যারা কমিটিতে থেকেও নিষ্ক্রিয় থাকে, এরই প্রেক্ষিতে বিগত মেয়াদে বিদ্যমান সদস্যদের সক্রিয়তা বিবেচনায় প্রকল্প এলাকার ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় সর্বসম্মতিক্রমে নিষ্ক্রিয় সদস্যদের পরিবর্তে বিদ্যমান সক্রিয় সদস্যদের সাথে নতুন কিছু সম্ভাবনাময় সদস্য (নাগরিক সমাজের নেতৃবৃন্দ, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, সাংবাদিক, এনজিও প্রতিনিধি, যুব প্রতিনিধি ও স্বেচ্ছাসেবক) কমিটিতে যুক্ত করে ১৪ নভেম্বর'২২ হতে জুন'২৪ সময়কালে ২১টি কমিটি পুনঃগঠন করা হয়েছে। পুনঃগঠিত কমিটিতে যারা এলাকার সাধারন জনগোষ্ঠীর পক্ষে সরকারি কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি নিশ্চিতকরণে সক্ষমতা তৈরি ও তাদের জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নে সহায়তা প্রদান, মানবাধিকার ও নারীর অধিকার আদায়ে জনমত সৃষ্টি ও দাবী উপস্থাপনের লক্ষ্যে কাজ করে থাকে। সভায় বক্তারা বলেন, "আমরা আমাদের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করে ও সমন্বিতভাবে সরকারি কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিতে দরিদ্র মানুষের অভিগম্যতা বৃদ্ধিসহ নারী নির্যাতন ও বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা রাখবো"।

ফলাফল ও প্রভাব

সাংগঠনিক শক্তি, অভিজ্ঞতা ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা কাজে লাগিয়ে কর্মএলাকার সরকারি কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সেবায় দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের অভিগম্যতা বৃদ্ধিসহ নারী নির্যাতন ও বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে লোকমোর্চার ভূমিকা এখন সর্বজনবিদিত।

জীবননগরে হাসাদহ ইউনিয়ন লোকমোর্চা কমিটি পুর্ণগঠন (বামে) এবং সিংগাইরে জামির্ত্তা ইউনিয়ন লোকমোর্চা কমিটি পুর্ণগঠন (ডানে)

মানসম্মত ও ফলাফল ভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়নের অন্যতম পূর্বশর্ত কার্যকর কর্ম-পরিকল্পনা

ঘটনা বিশ্লেষণ

চুয়াডাঙ্গা ও মানিকগঞ্জের জীবননগর ও সিংগাইর উপজেলায় পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন-পিকেএসএফ এর সহায়তায় ওয়েভ ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত 'সামাজিক পুঁজি গঠনের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় সরকারি সেবাসমূহ জনবান্ধবকরণ (লোকমোর্চা)' প্রকল্পের কার্যক্রমকে ফলাফল ভিত্তিক ও মডেল করতে ২৭ সেপ্টেম্বর'২১ হতে ১৭ জানুয়ারী ২০২৪ সময়কালে প্রতি বছর দুটি করে প্রকল্প মেয়াদে ৬টি পৃথক কর্মশালার মাধ্যমে বাৎসরিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন লোকমোর্চার নেতৃবৃন্দ। প্রতিটি কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন ৬০-৭০ জন করে সংশ্লিষ্ট কর্মএলাকার ইউপি, উপজেলা ও জেলা লোকমোর্চা কমিটির প্রতিনিধিত্বশীল নেতাগণ, স্থানীয় ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক, শিক্ষকসহ সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ। বিভিন্ন কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার প্রমূখ। বিগত দিনের কাজের সফলতা, অসমাপ্ত কাজ/উদ্যোগ বিশ্লেষণ ও পরবর্তী বছরে লোকমোর্চার কাজের ধরন বিশেষত: শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি-এসএসএনপি এবং বাল্যবিবাহ ও নারী নির্যাতন নিরোধে করণীয় এই ৫টি ক্ষেত্রে দলীয় কাজের জন্য বিষয়ভিত্তিক দল বিভাজন ও দলনেতা ঠিক করে উপস্থাপনের জন্য ফ্লিপচার্ট ও মার্কারসহ সময় ঠিক করে দেয়া হয়। এভাবে প্রতিটি দল স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিত করে সেগুলো সম্পাদনে কর্ম-পরিকল্পনা ফ্লিপচার্টে লিপিবদ্ধ করে নির্দিষ্ট সময় পর দলভিত্তিক পরিকল্পনা উপস্থাপন, মুক্ত আলোচনা ও অন্যদের মতামত নিয়ে প্রথমে খসড়া পরিকল্পনা তৈরি এবং সব দলের উপস্থাপনা শেষে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় ঐ বছরের কর্ম-পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেন লোকমোর্চা নেতৃবৃন্দ। সমাপনীর আগে চূড়ান্ত কর্ম-পরিকল্পনা সকলের সমন্বিত উদ্যোগে বছরভিত্তিক কৌশলসহ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অতিথিবৃন্দ লোকমোর্চার অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতির প্রশংসা করে বলেন, "সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতেই সেবা প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করে যাচ্ছে। সীমিত সম্পদ ও জনবল দিয়ে চলা এসব প্রতিষ্ঠানের ইচ্ছা সত্বেও সবসময় চাহিদা অনুযায়ী সেবা দিতে পারেনা। এক্ষেত্রে ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর তত্ত্বাবধানে নাগরিক সংগঠন লোকমোর্চা দীর্ঘদিন ধরে সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সেবা আরো বেশি জনবান্ধবকরণে উদ্বুদ্ধকরণসহ নানামূখী সামাজিক এডভোকেসি অব্যাহত রেখেছে, যা অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে। তাঁরা বলেন, "সমাজের সেবা বঞ্চিত মানুষের পক্ষে লোকমোর্চার এই ধারাবাহিক উদ্যোগ আগামীতে সাধারণ মানুষের সেবা প্রাপ্তিতে আরো কার্যকরী ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস এবং লোকমোর্চার সকল ইতিবাচক কাজে সহযোগিতা থাকবে"।

লোকমোর্চার বাৎসরিক কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল

- স্থানীয় প্রশাসনের সম্মতিতে সরকারি সেবাসমূহ (কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও এসএসএনপি) মনিটরিং করা;
- সামাজিক নিরীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে কর্মএলাকায় লবিং, সংলাপ, গণশুনানী ইত্যাদির মাধ্যমে লক্ষিত সরকারি সেবাসমূহের মান আরো উন্নত ও জনবান্ধব করা;
- সরকারি সেবায় দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অভিগম্যতা বৃদ্ধিতে তাদেরকে সচেতন ও সোচ্চার হতে সহায়তা করা;
- ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনা, বাজেট ও ট্যাক্স আদায়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখা;
- নারী-শিশু নির্যাতন ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, শালিস পরিচালনা এবং সামাজিক ইস্যুতে জনমত গঠন করা;
- গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন;
- অধিকারের আলোকে মানুষের জীবনমান উন্নয়ন তথা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সমন্বিতভাবে কাজ করা।

ফলাফল ও প্রভাব

লোকমোর্চা কর্তৃক পরিকল্পিত উদ্যোগ বাস্তবায়নকালে স্থানীয় প্রশাসনসহ সরকারি-বেসরকারি প্রতিনিধিদের সাথে সুসম্পর্ক বৃদ্ধির ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সরকারি সেবা পেয়েছে/পাচ্ছে এবং প্রকল্পের দৃশ্যমান অর্জন ঘটেছে।

সিংগাইরে দলীয় কাজ শেষে লোকমোর্চা সভাপতি হাজী আ: বারেক খাঁন

বক্তব্য রাখছেন জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব আরিফুজ্জামান (বামে) দলীয় কাজ উপস্থাপন শেষে জীবননগর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েশা সুলতানা লাকি (ডানে)

লোকমোর্চা কর্তৃক প্রকল্প উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফ্লোচার্ট

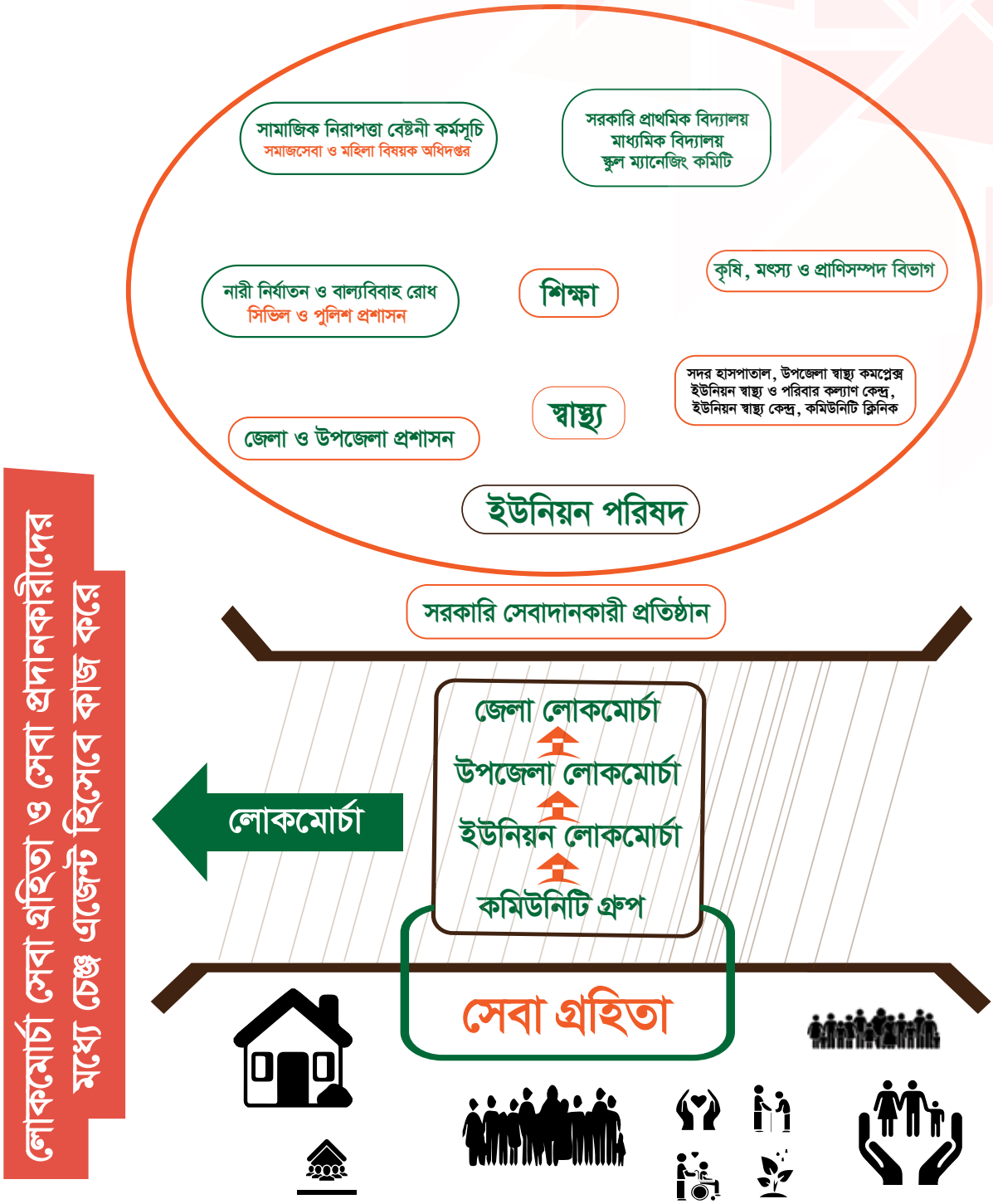

সফল উদ্যোগ, চ্যালেঞ্জ ও আগামীর ভাবনা নিয়ে লোকমোর্চার বার্ষিক সমাবেশ

ঘটনা বিশ্লেষণ

'লোকমোর্চার সফল উদ্যোগ ও চ্যালেঞ্জ' এবং আগামী দিনের ভাবনা নিয়ে চুয়াডাঙ্গা ও সিংগাইর লোকমোর্চার বার্ষিক সমাবেশ হয়ে গেল যথাক্রমে ০৯ ডিসেম্বর ২০২৩, ০২ মার্চ ২০২৩ ও ২৪ জুন ২০২৪ এবং ৬ মার্চ হতে জুন ২০২৪ সময়কালে। চুয়াডাঙ্গাতে সংস্থার 'গো গ্রীন সেন্টারে' এবং সিংগাইরে রশিদ সরকারের বাগান বাড়িতে। আয়োজনটি লোকমোর্চার নিজেদের সাংগঠনিক বিষয় ফোকাস হলেও সিংগাইরে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পৌর মেয়র জনাব আবু নঈম মোঃ বাশার।

চুয়াডাঙ্গাতে জেলা লোকমোর্চার সাধারন সম্পাদক ও দৈনিক প্রথম আলোর জেলা প্রতিনিধি শাহ আলম সনি এবং সিংগাইরে উপজেলা লোকমোর্চার সাধারন সম্পাদক আনোয়ারা খাতুন কর্মএলাকায় বিগত দিনের সফলতা এবং আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ ও করণীয় নিয়ে সাংগঠনিক ভাবনার কথা তুলে ধরেন। প্রকল্প কর্মকর্তাগণের সঞ্চালনায় এসব সমাবেশে লোকমোর্চার ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা সদস্যগণ বার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী গৃহীত ফলাফলভিত্তিক উদ্যোগে তারা সন্তুষ্ট হলেও প্রকল্পের/এলাকার দরিদ্রসহ সাধারন মানুষের মৌলিক (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী) ইস্যুতে মনিটরিং জোরদার করাসহ নিম্নলিখিত কিছু নতুন ক্ষেত্রে কাজ করার ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌছে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যেমন: আত্মহত্যা প্রবণতা রোধ, যুব সমাজকে মাদকমুক্তসহ কিশোর গ্যাং এর অপতৎপরতা ও মোবাইলের অপব্যবহার রোধে ব্যাপক জনসচেতনতায় ক্যাম্পেইন পরিচালনা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মূল্যবোধ চর্চা, ইউপি'তে জনঅংশগ্রহণমূলক উন্মুক্ত বাজেট সভার অব্যাহত চর্চা, বাল্যবিবাহ রোধে অনৈতিকভাবে বয়স বৃদ্ধি বন্ধ, ইউনিয়ন পরিষদের হোল্ডিং ট্যাক্স বৃদ্ধি ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসের অনিয়ম দূরীকরণে যুবসহ জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি; মাদক বন্ধ ও নিয়ন্ত্রণে নিকটস্থ থানার সাথে লোকমোর্চার পেশাগত সম্পর্ক ও যোগাযোগ বৃদ্ধি ইত্যাদি। বিশেষ অতিথি সিংগাইর পৌরমেয়র আবু নঈম মোঃ বাশার বলেন, 'পৌর এলাকার জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট যেকোন বিষয়ে লোকমোর্চার উদ্যোগে সিংগাইর পৌরসভা সার্বিক সহায়তা প্রদান করবে'।

ফলাফল ও প্রভাব

সমাবেশ পরবর্তী কর্মএলাকার লক্ষিত সুবিধাভোগীসহ সাধারন মানুষের সাথে কথা বলে প্রতীয়মান হয়েছে যে, লোকমোর্চা কমিউনিটি গ্রুপকে সাথে নিয়ে প্রকল্প নির্ধারিত ইস্যুর বাইরেও নতুন ক্ষেত্রগুলোতে কাজ শুরু করেছে ও ফলাফল সন্তোষজনক।

বক্তব্য রাখেন ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর এডভাইজার আব্দুস শুকুর

জীবননগর উপজেলা লোকমোর্চার সাধারন সম্পাদক আবু মোঃ আব্দুল লতিফ অমল

তৃণমূলের সমস্যা সমাধানে ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় ও স্ট্যান্ডিং কমিটি এবং লোকমোর্চার সাংগঠনিক সভা গুরুত্বপূর্ণ

ঘটনা বিশ্লেষণ

প্রকল্পের পরিচিতি পর্ব পরবর্তী পুরো মেয়াদে সাধারন মানুষের আশা-আকাঙ্খার ভরসা স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন স্তর ইউনিয়ন পরিষদ যা পরিচালিত হয়ে থাকে তৃণমূল মানুষের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে। প্রকল্প কার্যক্রমের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ অন্যতম। জনগণের একেবারে দ্বারপ্রান্তে অবস্থিত প্রকল্পভূক্ত এই ১৮টি প্রতিষ্ঠানের প্রদেয় সরকারি সেবা জনবান্ধবকরণে প্রকল্প উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে জনপ্রতিনিধিদের সক্ষমতা উন্নয়নসহ ইউনিয়নের স্ট্যান্ডিং কমিটিসমূহ কার্যকরীকরণে ত্রৈমাসিক সভা, ইউনিয়নে দায়িত্বরত সরকারি-বেসরকারি প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে মাসিক ইউনিয়ন উন্নয়ন সভা ও পাইলট আকারে ৩টি ইউনিয়নে তিন অর্থ-বছরে জনঅংশগ্রহণমূলক উন্মুক্ত বাজেট সভার চর্চা ইত্যাদি। পক্ষান্তরে, বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠী নিজেদের অধিকার আদায়ে খুব বেশি সংগঠিত ও সোচ্চার নয় বলে প্রকল্প বাস্তবায়নের অন্যতম কৌশল হিসাবে দরিদ্র মানুষের পক্ষে সেবাগ্রহীতা ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরিতে কাজ করে যাচ্ছে তৃণমূলে সিজি ও সামাজিক সংগঠন লোকমোর্চা। কাজেই প্রকল্প হতে লোকমোর্চার সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধিসহ সক্ষমতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, ইউনিয়নের স্ট্যান্ডিং কমিটিসমূহ কার্যকরীকরণে ত্রৈমাসিক সভা, ইউনিয়নে দায়িত্বরত সরকারি-বেসরকারি প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে মাসিক ইউনিয়ন উন্নয়ন সভা, নিয়মিত বিরতিতে নিজেদের সাংগঠনিক সভাসহ ইউনিয়নে জনঅংশগ্রহণমূলক উন্মুক্ত বাজেট সভা আয়োজন ও চর্চায় অনুঘটক হিসাবে ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে তৃণমূলের সমস্যা সমাধানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রেখেছে। লোকমোর্চা কর্তৃক এই প্রক্রিয়া চর্চার ফলে তৃণমূলের প্রায় ৭৫% সমস্যা ইউনিয়ন পর্যায়ে সমাধান হয়ে যায়। অসমাপ্ত সমস্যা/কাজগুলি ইউপি চেয়ারম্যানগণের মাধ্যমে উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি (ইউডিসিসি)'র সভায় উত্থাপিত হয় এবং সমস্যার ধরন, গুরুত্ব ও তহবিলের প্রাপ্যতা বিবেচনা করে উপজেলা পরিষদ উপজেলা প্রশাসন ও বিভিন্ন সরকারি বিভাগের মাধ্যমে তা পর্যায়ক্রমে সমাধান হয়ে থাকে। এর পাশাপাশি ইউপি লোকমোর্চার মাধ্যমে উত্থাপিত বিষয় উপজেলা ও জেলা লোকমোর্চা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর ও প্রশাসনের সাথে লবিং, ডায়ালগ, মতবিনিময়, গণশুনানী ইত্যাদির মাধ্যমেও সমাধান হয়ে থাকে।

সিংগাইরে ইউনিয়ন লোকমোর্চার সভায় চারিগ্রাম ইউপি চেয়ারম্যান

ফলাফল ও প্রভাব

সংশ্লিষ্ট ইউপি ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিনিধিদের মতে, "প্রক্রিয়াটি সত্যিই প্রশংসনীয়, যার ফলে আমরা গ্রামীণ জনগণের দ্বারা উত্থাপিত সমস্যার প্রায় ৭৫% নিজেরাই ইউনিয়ন পর্যায়ে সমাধান করি; জনগণ ও সেবা গ্রহীতাগণ আমাদের উপর ও লোকমোর্চার কাজে সন্তুষ্ট ও আস্থাশীল; সর্বোপরি, দরিদ্র মানুষকে সেবাদানে আমাদের দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা দুটি'ই বৃদ্ধি পেয়েছে"।

চুয়াডাঙ্গা জেলা লোকমোর্চার সভা

জনঅংশগ্রহণমূলক উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা ইউপি'র স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বিরল দৃষ্টান্ত

ঘটনা বিশ্লেষণ

বিগত ২৯ মে ২০২২ ও ২৭ মে ২০২৩ এবং ৩০ মে ২০২৪ লোকমোর্চা, ওয়েভ ফাউন্ডেশন ও ইউনিয়ন পরিষদের যৌথ উদ্যোগে মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলাধীন জামির্তা ইউনিয়ন ও জয়মন্টপ ইউনিয়ন পরিষদ মাঠে এবং চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলাধীন হাসাদহ ইউনিয়ন যথাক্রমে ২০২২-২০২৩ ও ২০২৩-২৪ এবং ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের জনঅংশগ্রহণমূলক উন্মুক্ত বাজেট ও বার্ষিক পরিকল্পনা ঘোষনা করা হয়। স্বাগত বক্তব্যে ইউপি চেয়ারম্যানগণ বলেন, "লোকমোর্চা প্রকল্পের আগে আমরা ইউপি'র বাজেট তৈরি করতাম কিন্তু জনগণের সামনে উন্মুক্ত করার চর্চা করতাম না, তবে জনগণের পক্ষে লোকমোর্চার চাহিদা ও যৌক্তিক দাবির প্রেক্ষিতে ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪ ও ২০২৪-২৫ এই তিন বছর আমরা জনগণের উপস্থিতি ও মতামত নিয়ে জনসম্মুখে উন্মুক্ত বাজেট ঘোষনা করছি যা ইউপি ও জনগণের মধ্যে কার্যকর যোগসূত্র স্থাপনসহ জনগণের কাছে পরিষদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে আমরা মনে করছি"। পিকেএসএফ এর সহায়তায় ওয়েভ ফাউন্ডেশন ২০১৯ সাল হতে জীবননগর ও সিংগাইর উপজেলায় দুটি পর্বে সরকারি সেবা জনবান্ধবকরণ ও ইউনিয়ন পরিষদে সুশাসন ত্বরান্বিতকরণে কাজ করছে, সেক্ষেত্রে জনঅংশগ্রহণমূলক উন্মুক্ত বাজেট সভা অন্যতম। উল্লেখ্য, ইউনিয়ন পরিষদের সচিবগণ ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের জন্য জয়মন্টপ ইউনিয়নে ২ কোটি ১৫ লাখ ৫৪ হাজার ৩ শত ৬৮ টাকা এবং হাসাদহ ইউপি'র ১ কোটি ৫৫ লক্ষ ৭৬ হাজার ৮ শত ৯৬ টাকার বাজেট জনসম্মুখে ঘোষনা করেন। জনপ্রতিনিধি, ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা, লোকমোর্চা, শিক্ষক প্রতিনিধি, মুক্তিযোদ্ধা, ইমাম, এনজিও প্রতিনিধি, নারী নেত্রী, যুব প্রতিনিধি, সাংবাদিক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সামাজিক সংগঠনসহ স্থানীয় জনগণ উপস্থিত ছিলেন এসব উন্মুক্ত বাজেট সভায়। বাজেটের উপর মুক্ত আলোচনায় আমন্ত্রিত অতিথিসহ জনগণ বলেন, 'বাজেটে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে প্রশিক্ষণসহ সেলাই মেশিন প্রদান, গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বৃত্তিসহ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি, নারী ও শিশু উন্নয়ন, মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে কিশোর-যুবদের জন্য খেলাধুলা ও সংস্কৃতি চর্চা এবং কমিউনিটি ক্লিনিকের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ খাতে বাজেটে বিশেষ গুরুত্বারোপ করতে হবে'। উল্লেখ্য, ২০২৩-২৪ অর্থ-বছরের বাজেট সভায় প্রধান অতিথি মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসক মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ মহোদয়সহ বিশেষ অতিথি উপ-পরিচালক (উপ-সচিব) স্থানীয় সরকার বিভাগের শাহিনা পারভীন, সিংগাইর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, সিংগাইর উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রমুখ বলেন, "আমরা বিভিন্ন বক্তার কথা শুনলাম ও সকলের বক্তব্যই যৌক্তিক তবে এর পাশাপাশি হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করতে হবে"। সমাপনীতে ইউপি চেয়ারম্যানগণ বলেন, 'উপস্থিত মাননীয় প্রধান অতিথিসহ বিভিন্ন বক্তার দাবীর সাথে পরিষদের পক্ষ থেকে আমরা সহমত পোষন করছি এবং সকল নির্দেশনা ও দাবী সমন্বয় করে বাজেট সংযোজন ও বিয়োজন করা হবে যাতে নারীসহ দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী অগ্রাধিকার পায়'। পরিশেষে উন্মুক্ত বাজেট সভায় সার্বিক সহায়তা প্রদানে তারা পিকেএসএফ, ওয়েভ ফাউন্ডেশন ও লোকমোর্চাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

ফলাফল ও প্রভাব

সিংগাইরে জামির্তা ও জয়মন্টপ এবং জীবননগরে হাসাদহ ইউনিয়নে জনঅংশগ্রহণমূলক উন্মুক্ত বাজেট প্রণয়নের চর্চা মাননীয় প্রধান অতিথি মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসক মহোদয়সহ অতিথিবৃন্দ ও জনগণের উপস্থিতি জনগণের প্রতি কর্মএলাকার জয়মন্ডপ ও হাসাদহসহ সকল ইউপি'র দায়বদ্ধতার এক ব্যতিক্রম নজির।

সমাপনী বক্তব্যে হাসাদহ ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ রবিউল ইসলাম বিশ্বাস

২০২৩-২৪ এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ

নিজেদের রক্তের গ্রুপ জেনে উচ্ছসিত কচি মনের ছাত্র-ছাত্রীরা

ঘটনা বিশ্লেষণ

জামির্ত্তা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মোছাঃ চায়না আক্তার বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ইউনিক আইডি তৈরীতে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় অত্যাবশ্যকীয় মনে করে ইউনিয়ন লোকমোর্চার সহায়তা কামনা করলে লোকমোর্চার দ্বি-মাসিক সভার সিদ্ধান্তক্রমে কার্যনির্বাহী সদস্য লুৎফর রহমান লিটন ভাষা শহীদ রফিক ব্লাড ডোনার গ্রুপ এর সাথে যোগাযোগ করলে সামাজিক একশান পয়েন্ট বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে লোকমোর্চা এই বিশেষ উদ্যোগটি গ্রহণ করে। এরই প্রেক্ষিতে বিগত ১৬ আগস্ট ২০২২ জামির্ত্তা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২২০ জন ছাত্র-ছাত্রীর জনপ্রতি মাত্র ২০ (বিশ) টাকার বিনিময়ে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জামির্ত্তা ইউনিয়ন লোকমোর্চার যুগ্মসাধারন সম্পাদক লূৎফর রহমান লিটন, কার্যনির্বাহী সদস্য রাশেদা আক্তার, শিক্ষকবৃন্দ, অভিভাবকবৃন্দ প্রমূখ।

ফলাফল ও প্রভাব

বিদ্যালয়ের ২২০ জন ছাত্র-ছাত্রী নামমাত্র মূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় শেষে সনদ পেয়েছে। এর পরপরই বিদ্যালয়টি বিনামূল্যে ছাত্র-ছাত্রীদের ইউনিক আইডি তৈরি সফলভাবে সম্পন্ন করে আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে। ভবিষ্যতে এসব ছাত্র-ছাত্রী বড় হয়ে নিজ নিজ গ্রুপের রক্ত দিয়ে মুমূর্ষু রোগীর জীবন বাঁচাতে সহায়তা করতে পারবে।

রক্তের গ্রুপ নির্ণয়ে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী

সনদ গ্রহণ করছে একজন ছাত্রী

এসএমসি কার্যকরীকরণ ও ইভটিজিং বন্ধে লোকমোর্চার সফল উদ্যোগ

ঘটনা বিশ্লেষণ

লোকমোর্চার সহায়তা চেয়ে সিংগাইর এর ঘোনাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও গোবিন্দল-ঘোনাপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় এবং জীবননগরের সরকারি পাইলট বালিকা বিদ্যালয় অধিভুক্ত বেশকিছু অভিভাবক প্রতিনিধি 'প্রতিষ্ঠানগুলোর স্কুল ম্যানেজিং কমিটি (এসএমসি) কার্যকর নয় এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা আসা-যাওয়ার পথে ইভটিজিংয়ের স্বীকার হয়' সমস্যা সমাধানের দাবি করেন। তাদের দাবির প্রেক্ষিতে সিংগাইর ও জীবননগর উপজেলা ও সংশ্লিষ্ট ইউপি লোকমোর্চা যৌথভাবে তাদের সামাজিক একশান পয়েন্ট বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে বিগত ২০ নভেম্বর ২০২২ জীবননগর সরকারি পাইলট বালিকা বিদ্যালয় ও ৯ মার্চ ২০২২ তারিখে হাসাদহ ইউনিয়নে সংশ্লিষ্ট প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষকগণ ও স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সাথে মতবিনিময় করে দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ নেন। এসময় সিংগাইর উপজেলা লোকমোর্চার সাধারন সম্পাদক আনোয়ারা খাতুন "শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় থেকে কোন ছেলে-মেয়ে যাতে ঝরে না পড়ে এবং মানসম্মত শিক্ষা সেবা থেকে যাতে কেউ বঞ্চিত না হয় সেদিকে বিশেষ নজর দেয়ার অনুরোধসহ লোকমোর্চাকে অবগত করলে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দেন"। লোকমোর্চার সভাপতি ও হাসাদহ ইউপি চেয়ারম্যান জনাব রবিউল ইসলাম বিশ্বাস বলেন, 'মানসম্মত শিক্ষার জন্য স্কুল ম্যানেজিং কমিটির নিয়মিত সভা ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে লোকমোর্চা এসএমসি'র সাথে কথা বলেন ও 'ইভটিজিং বন্ধে লোকমোর্চা, ম্যানেজিং কমিটি ও শিক্ষকবৃন্দ যৌথভাবে রুখে দাড়ানোর অঙ্গীকার করেন'। কারণ ইভটিজিং ছাত্রীদের 'ঝরে পড়া ও বাল্যবিবাহের অন্যতম কারণ' বলে তিনি উল্লেখ করে বলেন, 'আমরা স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের সহায়তা নিয়ে এটা অবশ্যই বন্ধ করবো"। প্রধান শিক্ষকবৃন্দ বলেন, "লোকমোর্চার অব্যাহত সহযোগিতা ও পরামর্শে আমরা উল্লিখিত সমস্যাগুলো দ্রুত সমাধান করে মানসম্মত শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করবো"। অপরদিকে জীবননগরের আন্দুলবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ চত্তরে প্রায় ৫০০ মানুষের উপস্থিতিতে 'বাল্য বিবাহ, ইভটিজিং ও মাদক বন্ধ' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় চুয়াডাঙ্গার মাননীয় জেলা প্রশাসক জনাব ড. কিসিঞ্জার চাকমা বলেন, "২০৪১ সালে সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সমাজের সকল স্তর থেকে বাল্য বিবাহ, ইভটিজিং ও মাদক বন্ধ নিশ্চিত করতে হবে"।

লোকমোর্চা কর্তৃক গোবিন্দল ঘোনাপাড়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন

ফলাফল ও প্রভাব

পরবর্তী ফলো-আপ পরিদর্শনে জানা গেছে, ম্যানেজিং কমিটি তিনটি নিয়মিতভাবে সভা করছে; ইভটিজিং বন্ধ হয়েছে, বাল্যবিবাহ ও মাদকের ভয়াবহতা হ্রাস পেয়েছে এবং শিক্ষাদানের পদ্ধতিতে উন্নতিসহ ছাত্রীরা নির্ভয়ে স্কুলে আসা-যাওয়া করছে।

জীবননগরের আন্দুলবাড়ীয়া ইউপিতে বক্তব্য রাখছেন চুয়াডাঙ্গার মাননীয় জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা

অবকাঠামোসহ মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষায় ইতিবাচক পরিবর্তন

ঘটনা বিশ্লেষণ

৭টি বিদ্যালয় অধিভুক্ত এলাকার অভিভাবক, শিক্ষক ও স্থানীয় কমিউনিটি গ্রুপের নেতৃবৃন্দের যৌক্তিক দাবির প্রেক্ষিতে যথাক্রমে জামির্ত্তা, তালেবপুর, বায়রা ইউপি এবং জীবননগরের ৩টি ইউপি লোকমোর্চা নিজ নিজ ত্রৈমাসিক সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে সামাজিক একশান বাস্তবায়নে যথাক্রমে ০২ আগস্ট ২০২২, ২৫ আগস্ট ২০২২, ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৩ এবং ১৭ অক্টোবর ২০২৩ জামির্ত্তা, নয়াবাড়ি ও বায়রা, ইরতা, চারিগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং জীবননগরের বাঁকা, হাসাদহ ও উথলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট প্রধান শিক্ষকসহ শিক্ষকবৃন্দ এবং এসএমসি'র সাথে মতবিনিময় এবং জীবননগর উপজেলা লোকমোর্চা আয়োজন করে সংলাপ ১৯ ডিসেম্বর ২০২৩। মতবিনিময় ও সংলাপকালে মৌলিক ও অভিন্ন সমস্যা হিসেবে উঠে আসে, "ম্যানেজিং কমিটির সভা ও অভিভাবক সমাবেশ নিয়মিত হয়না; ছাত্র-ছাত্রী অনুপাতে শিক্ষক বন্টন, শ্রেণীকক্ষ ও বসার জন্য বেঞ্চ ঘাটতি; শিক্ষক মিলনায়তন না থাকা; বালুময় মাঠে গ্রীষ্মকালে ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতে সমস্যা; কিছু শিক্ষকসহ প্রধান শিক্ষক যথাসময়ে বিদ্যালয়ে আসেন না; প্রধান শিক্ষক ও 'ম্যানেজিং কমিটির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও সমন্বয়ের ঘাটতি" ইত্যাদি। উল্লিখিত সমস্যাসমূহ সমাধানে গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: "মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে 'প্রধান শিক্ষক কর্তৃক স্কুল ম্যানেজিং কমিটি-এসএমসি'র সভা, মা সমাবেশ ও অভিভাবক সমাবেশ নিয়মিতকরণ; লোকমোর্চা কর্তৃক ইউপি'র মাধ্যমে বেঞ্চের ঘাটতি পূরণ ও বালুময় স্কুল মাঠে মাটি ভরাট করতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা স্ট্যান্ডিং কমিটি ও চেয়ারম্যানগণের সাথে লবিংসহ ইউপি'র বাজেট থেকে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ এবং ফলো-আপ পরিদর্শনের মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ"।

সিংগাইরে জামির্ত্তা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন ও মতবিনিময়

ফলাফল ও প্রভাব

পরবর্তীতে বেশ কয়েকটি ফলো-আপ পরিদর্শন শেষে দেখা গেছে, 'প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষকগণ যথাসময়ে স্কুলে এসে পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঠদান করছেন, এসএমসি'র সভা, মা সমাবেশ ও অভিভাবক সমাবেশ নিয়মিত হচ্ছে, সরকারি বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রী অনুপাতে শিক্ষক বন্টন ও এসএমসি সক্রিয় হবার ফলে মানসম্মত শিক্ষা বিষয়ে অভিভাবকগণ সন্তুষ্ট; ইতিমধ্যে ইউপি'র সাথে লোকমোর্চার পৃথক লবিং ও সংলাপের ফলে ইউপি'র বাজেট থেকে বেঞ্চ সরবরাহ ও স্কুল মাঠে মাটি ভরাট এবং চারিগ্রামে স্কুলের সীমানা প্রাচীর ও শহীদ মিনার পরবর্তীতে হবে বলে ইউপি'র প্রতিশ্রুতিসহ সার্বিকভাবে শিক্ষার মান ও পরিবেশ উন্নত হয়েছে।

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে জীবননগরে স্কুল পরিদর্শন ও শিক্ষকের সুষম বন্টনে মাননীয় এমপি মহোদয়ের নিকট লোকমোর্চার স্মারকলিপি প্রদান

বয়সন্ধিকালীন স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সিংগাইরের ধল্লা ইউনিয়নে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

ঘটনা বিশ্লেষণ

ধল্লা ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত আসনের সদস্য ও প্যানেল চেয়ারম্যান হাফিজা খাতুন এবং ধল্লা ইউপিতে দায়িত্বরত সরকারি উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার-সাকমো এর অনুরোধে ইউপি লোকমোর্চা তাদের ত্রৈমাসিক সভায় কিশোরীদের বয়সন্ধিকালীন স্বাস্থ্যসচেতনতা ও করণীয় বিষয়ে আলোচনা সভা আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরই প্রেক্ষিতে বিগত ২৭ জুলাই'২২ সামাজিক একশান পয়েন্ট বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে সিংগাইরের ধল্লা ইউনিয়ন লোকমোর্চা ধল্লা ইউনিয়ন কাউন্সিল উচ্চ বিদ্যালয়ে কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্যসচেতনতা বিষয়ক আলোচনা সভা ও ১৩৯ জন ছাত্রীর মাঝে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারী ন্যাপকিন বিতরণ করে। ইউনিয়ন লোকমোর্চার সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আমজাদ হোসেন নান্নুর সভাপতিত্বে মূখ্য আলোচক হিসাবে ছিলেন সিংগাইর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের মেডিকেল অফিসার ডাঃ রাজীব চন্দ্র দাস এবং ইউপি'র উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার-সাকমো। মূখ্য আলোচক কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য সুরক্ষায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে বলেন, " স্বাস্থ্যসেবায় লোকমোর্চা বেশ ভাল কাজ করছে যা সমাজ পরিবর্তন ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার দৃশ্যমান অগ্রগতির প্রতিফলন"। ধল্লা ইউপি'র প্যানেল চেয়ারম্যান হাফিজা খাতুন পিকেএসএফ, ওয়েভ ফাউন্ডেশন ও লোকমোর্চাকে ধন্যবাদ দিয়ে বলেন, "স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, সামাজিক সুরক্ষাসহ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে লোকমোর্চার নানামূখী উদ্যোগের ফলে ইতিমধ্যে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে যার প্রমাণ আজকের এই মহতি উদ্যোগ"।

ফলাফল ও প্রভাব

ইভেন্ট পরবর্তী ফলো-আপে জানা গেছে, অংশগ্রহণকারী ১৩৯ জন কিশোরী এখন বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্যবিধির চর্চা করছে এবং তাদের দ্বারা কমিউনিটির অন্যান্য কিশোরীরাও এই উত্তম চর্চা শুরু করেছে।

মূখ্য আলোচকের বক্তব্যে ডাঃ রাজীব চন্দ্র দাস

বিতরণকৃত স্যানিটারী ন্যাপকিন হাতে কিশোরী ছাত্রীদের একাংশ

ধারাবাহিক সামাজিক এডভোকেসির ফলে সিংগাইরে স্বাস্থ্য সেবায় দরিদ্রদের অভিগম্যতা বৃদ্ধিসহ সেবা প্রাপ্তি

ঘটনা বিশ্লেষণ

সামাজিক একশান পয়েন্ট বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে সিংগাইরের চান্দহর ইউনিয়ন লোকমোর্চার সভাপতি মতিয়ার রহমান এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ২৭ জুলাই ২০২২ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র পরিদর্শন ও উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিক্যাল অফিসার-সাকমো ডাক্তার রহমত উল্লাহসহ কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট স্টাফদের সাথে মতবিনিময় করে। ইতিপূর্বে এলাকার স্বাস্থ্যসেবা গ্রহীতা ও লোকমোর্চার পর্যবেক্ষণে কিছু সমস্যা উঠে আসে, যেমন: কর্মকর্তাগণ নিয়মিত অফিস সময়সূচি মেনে চলেন না; ঔষধ ও সেবার মান সন্তোষজনক নয় এবং একজন এমবিবিএস ডাক্তারের পোস্টিং থাকলেও তিনি এখানে বসেন না ইত্যাদি। সমস্যাগুলি আলোচনা শেষে লোকমোর্চার সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক বলেন, 'আমরা সুবিধা বঞ্চিত ও অসহায় দরিদ্রসহ সাধারন মানুষকে সাথে নিয়ে সরকারি স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য সেবা প্রাপ্তিতে উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকি, যেমন আজকের মতবিনিময়। আমরা বিশ্বাস করি, এমবিবিএস ডাক্তার না থাকলেও এখানকার সমস্যাগুলির অধিকাংশ সাকমো সাহেবসহ যারা কর্মরত আছেন তারাই সমাধান করতে পারেন। পাশাপাশি, এমবিবিএস ডাক্তার এর পোস্টিং নিয়ে আমরা দ্রুত ইউপি চেয়ারম্যান, ইউপি উন্নয়ন সমন্বয় সভা ও ইউপি চেয়ারম্যানের মাধ্যমে উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি-ইউডিসিসিতে উপস্থাপন এবং উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার নিকট তুলে ধরার উদ্যোগ নিবো। আলোচনা শেষে সাকমো দৃঢ় প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে বলেন, "আমরা এখন থেকে নিয়মিত অফিসে আসা ও প্রাপ্ত ঔষধ সঠিকভাবে রোগীদের মাঝে বিতরণসহ সার্বিক সেবার মান বৃদ্ধিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখবো"।

উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিক্যাল অফিসার-সাকমো'র সাথে মতবিনিময় (বামে) এবং পরিদর্শন শেষে ফিরে যাচ্ছেন লোকমোর্চার নেতৃবৃন্দ (ডানে)

ফলাফল ও প্রভাব

পরিদর্শন পরবর্তী মাঠ পর্যায়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণ অফিস সময়সূচি মেনে চলছে; ঔষধসহ সেবাদানে সকলেই আরো যত্নবান হয়েছেন এবং নারী-শিশুসহ দরিদ্র মানুষেরা আগের তুলনায় ভাল স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছে।

কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের সেবা পাচ্ছে দরিদ্র নারীসহ সাধারণ মানুষ

ঘটনা বিশ্লেষণ

স্থানীয় জনগণের যৌক্তিক দাবি ও লোকমোর্চা প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে যথাক্রমে ২৩ ফেব্রুয়ারী ও ২৯ মার্চ ২০২৩, সিংগাইরের বায়রা ও তালেবপুর ইউনিয়ন পরিষদ সভাকক্ষে পৃথক দুটি সংলাপ আয়োজন করে সংশ্লিষ্ট লোকমোর্চা কমিটি। সংলাপে সরকারি কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র- ইউএইচএফডব্লিউসি'র দায়িত্বরত কর্মকর্তা, ইউপি'র নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, ইউনিয়ন ও উপজেলা লোকমোর্চার নের্তৃবৃন্দসহ প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা। সংলাপে উপজেলা লোকমোর্চার সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারা খাতুনসহ লোকমোর্চার নের্তৃবৃন্দ মুক্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে অভিন্ন কিছু বিশেষ সমস্যা তুলে ধরেন যেমন: কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার-সিএইচসিপি অফিস সময় মেনে চলেন না ও নিয়মিত অফিসে আসেন না; স্বল্প ঔষধের কারণে সিএইচসিপি সেবা গ্রহীতাদের প্রয়োজনীয় ঔষধ দিতে পারেন না এবং ভাল আচরণও করেন না; কমিউনিটি ক্লিনিকের অভ্যন্তরভাগ প্রায়ই অপরিস্কার থাকে; স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা খাতা-কলমে দেখালেও বাস্তবে হয়না ও কমিটি কার্যকরী নয় এবং সংশ্লিষ্ট ইউপি'র সাথে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর যোগাযোগ ও সম্পৃক্ততা কম ইত্যাদি।

উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে স্থানীয় জনগণের পক্ষে লোকমোর্চার যৌক্তিক প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে- সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্তগণসহ প্রধান অতিথি প্রতিশ্রুতি দেন যে, এখন থেকে নিয়মিত অফিসে আসা নিশ্চিত করা হবে; সীমিত ঔষধের সুসম বন্টন বিশেষত: দরিদ্র নারীদের বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হবে; সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী ইউএইচএফডব্লিউসি থেকে বিনামূল্যে ডেলিভারীর কাজ করছি, এটি ব্যাপক প্রচার-প্রচারণায় লোকমোর্চার সহযোগিতা কামনা করেন তিনি। পাশাপাশি বায়রা ইউপি'র প্যানেল চেয়ারম্যান পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতায় পরিচ্ছন্ন কর্মীর সম্মানী, রোগীদের বসার বেঞ্চ ইউনিয়ন পরিষদ থেকে প্রদান করা হবে এবং তালেবপুর ইউপি চেয়ারম্যান ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের পাশের গর্তে মাটি ভরাটসহ ঔষধ স্বল্পতার বিষয়টি উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি-ইউডিসিসিতে উপস্থাপন এবং দু'জনই কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউপি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ ব্যবস্থাপনা কমিটি দ্রুত সচল করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

ফলাফল ও প্রভাব

লোকমোর্চার ধারাবাহিক ফলো-আপের সময় দেখা গেছে, ইতিমধ্যে স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্রদেয় অধিকাংশ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে ও কিছু প্রক্রিয়াধীন। সর্বোপরি, আগের তুলনায় এলাকার দরিদ্র মানুষ তথা নারীরা ঔষধসহ মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছে।

সংলাপে বক্তব্য রাখছেন সিংগাইর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (বামে) ও তলেবপুরা ইউপি চেয়ারম্যান (ডানে)

জীবননগর উপজেলার স্বাস্থ্যসেবায় দৃশ্যমান ইতিবাচক পরিবর্তনের ছোঁয়া

ঘটনা বিশ্লেষণ

জনগণ কর্তৃক লোকমোর্চার কাছে দরিদ্রবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নে চুয়াডাঙ্গার ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা লোকমোর্চার পরিকল্পিত কাজের ধারাবাহিক উদ্যোগের অংশ হিসাবে বিগত ০৭ নভেম্বর'২২, ১৮ জানুয়ারি'২৩, ১১ ডিসেম্বর '২৩ এবং ২৫ এপ্রিল ২০২৪ সংলাপ, গনশুনাণী ও লবিং এর মাধ্যমে উপজেলাধীন কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউপি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সেবায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বিশেষত: দরিদ্রদের সহজ অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ ও অবকাঠামো উন্নয়নে পর্যায়ক্রমে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এসব ইভেন্টে জেলা সিভিল সার্জনসহ প্রধান অতিথি ছিলেন জীবননগর ও সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাসহ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ, সেবাগ্রহীতাগণ, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও সাংবাদিকসহ লোকমোর্চা ও স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণীপেশার নেতৃবৃন্দ। ইভেন্টে উপস্থাপিত সরকারি প্রতিষ্ঠাগুলোর মৌলিক সমস্যাসমূহ যেমন: জনবল সংকট ও কর্মীসহ রোগীদের বসার ব্যবস্থা না থাকা; চাহিদার তুলনায় সরবরাহকৃত ঔষধ অপ্রতুল; কোন কমিউনিটি ক্লিনিকেই সীমানা প্রাচীর নেই; ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে জানানোর জন্য বিভাগের পক্ষ থেকে প্রচার-প্রচারণার ঘাটতি ইত্যাদি।

সমস্যা সমাধানে দাবী ও প্রস্তাবনা

সেবাগ্রহীতাদের দাবির প্রেক্ষিতে তৃণমূলের স্বাস্থ্য সেবাদানকারী সরকারি কর্মকর্তাগণ বলেন, পল্লী অঞ্চলের প্রান্তিক ও দরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে কমিউনিটি ক্লিনিকের অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ সরকারি ঔষধ সরবরাহ বাড়াতে হবে; স্বাস্থ্য বিভাগ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণের উদ্যোগে গ্রামে গ্রামে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালাতে হবে; অতিথিবৃন্দ বলেন, স্থানীয় কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে আমরা উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন বরাদ্দ দিয়ে অবকাঠামো উন্নয়নের উদ্যোগ নেবো তবে লোকমোর্চাকে সিভিল সার্জন এবং উপজেলা ও জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে সরকারি পদক্ষেপ গ্রহণে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণে এডভোকেসি উদ্যোগ গ্রহণের পরামর্শ দেন। ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাপ্ত পরামর্শ অনুযায়ী লোকমোর্চা বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে।

বক্তব্য রাখছেন জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা

ফলাফল ও প্রভাব

সংলাপ ও লবিং পরবর্তী প্রকল্প স্টাফ ও লোকমোর্চা কর্তৃক নিয়মিত ফলো-আপে দেখা গেছে, 'উপজেলা প্রশাসন, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন বরাদ্দ দিয়ে ইতিমধ্যে অধিকাংশ কমিউনিটি ক্লিনিকের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে ও বাকীগুলো প্রক্রিয়াধীন। স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্তগণ কর্তৃক সীমিত ঔষধের সুসম বন্টনের ফলে স্বাস্থ্যসেবায় নারী-শিশুসহ দরিদ্রদের প্রবেশ সহজ হয়েছে এবং এলাকার দরিদ্রসহ সাধারন মানুষ স্বাস্থ্যসেবা পেয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছে'।

লবিং শেষে জেলা লোকমোর্চার সভাপতি ও সাধারন সম্পাদকসহ প্রতিনিধিগণ দাবিনামা পেশ করছেন সিভিল সার্জন-চুয়াডাঙ্গার নিকট

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুফল পেয়ে সুবিধাভোগীদের অনেকেই এখন বেশ খুশী

ঘটনা বিশ্লেষণ

সরকারি ভাতাবঞ্চিত সুবিধাভোগী ও নির্বাচিত ইউপি নারী সদস্যদের দাবীর প্রেক্ষিতে চুয়াডাঙ্গার জীবননগর লোকমোর্চা পর্যায়ক্রমে ৬ ফেব্রুয়ারী'২৩, ১২ এপ্রিল'২৩, ১৯ ডিসেম্বর'২৩, ৯ জানুয়ারী'২৪ ও ১০ জুন'২৪ এবং মানিকগঞ্জের সিংগাইরে ০৪ এপ্রিল'২৩, ২২ নভেম্বর'২৩, **'সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানে করণীয়'** বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগীয় কর্মর্তাগণের সাথে সংলাপ আয়োজন করে। ইভেন্টের উদ্দেশ্য আলোচনার পর লোকমোর্চা নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক, উপকারভোগী, সুবিধাবঞ্চিত নারী, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ কর্তৃক এসব ক্ষেত্রে কিছু অভিন্ন সমস্যা উঠে আসে যেমন:

- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির সেবাগ্রহীতাদের তালিকা সরকারি প্রক্রিয়া মেনে করা হয় না; কিছু ইউপি সদস্য তাদের ব্যক্তিগত মোবাইল নাম্বার ভাতাভোগীদের নাম্বার বলে ব্যবহার করেন;
- একই বাড়ীতে একাধিক মানুষকে ভাতা দেওয়া হয়;
- অনেক জায়গায় প্রকৃত ভাতাভোগী (দরিদ্র, অসহায় ও বৃদ্ধ) ভাতা থেকে বাদ পড়ে যায় এবং
- প্রকৃত ভাতাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় লোকমোর্চাকে সম্পৃক্ত করা হয় না।

মনোহরপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব সোহরাব হোসেন খান

মতামত ও প্রতিশ্রুতি

- উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তাগণ ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা বলেন, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির সেবাসমূহ স্ব-স্ব দপ্তর ও ইউনিয়ন পরিষদে সিটিজেন চার্টারে টাঙ্গানোর ব্যবস্থা করা হবে;
- অসাধু জনপ্রতিনিধিদের চিহ্নিত করে ইউএনও মহোদয়ের মাধ্যমে বন্ধ করা হবে;
- প্রকৃত ভাতাভোগী নির্বাচনে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও লোকমোর্চাকে সম্পৃক্ত করা হবে।

ফলাফল ও প্রভাব

ইতিমধ্যে প্রকৃত ভাতাভোগী নির্বাচনে লোকমোর্চাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে; সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সেবা তালিকা ইউনিয়ন পরিষদ চত্তরে সিটিজেন চার্টারে টাঙ্গানো হয়েছে এবং স্বচ্ছতার সাথে নির্বাচনের ফলে কিছু চিহ্নিত ইউনিয়নে প্রকৃত ভাতাভোগীগণ এই সুবিধার আওতায় এসে তারা বেশ খুশী হয়েছে।

বক্তব্যে সিংগাইর উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা রওশন আরা

সমন্বিত কৃষি এবং কৃষকের সমস্যা সমাধানে কৃষি কর্মকর্তার উদ্যোগে সন্তুষ্ট কৃষককূল

ঘটনা বিশ্লেষণ

জীবননগর ও সিংগাইর উপজেলা লোকমোর্চার কাছে স্থানীয় কৃষকদের (কৃষি, প্রাণি) দাবীর প্রেক্ষিতে প্রকল্পের পরিকল্পিত কাজের অংশ হিসাবে বিগত ১৬ মে'২৩ সিংগাইরের বায়রা ইউনিয়ন পরিষদ সভাকক্ষে এবং ২৭ মে'২৩ জীবননগরের আন্দুলবাড়ীয়া ইউপি'র উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় মাঠে কৃষকসহ প্রায় ১৩০ জন এবং ওয়েভ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বড় হলরুমে চুয়াডাঙ্গা পৌর ও সদর উপজেলার বেশ কিছু কৃষক ও লোকমোর্চার জেলা-উপজেলা প্রতিনিধিসহ প্রায় ৬০ জনের উপস্থিতিতে **কৃষি ও কৃষকের বিভিন্ন সমস্যা এবং সমাধানে করণীয়** শীর্ষক সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। ইভেন্টের শুরুতে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা লোকমোর্চার নেতৃবৃন্দ উপজেলাধীন সকল ইউনিয়নের দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকগণ যাতে সরকারি কৃষি ও প্রাণিসম্পদের সেবা তাদের ফসলের ক্ষেত থেকে পায়, সেলক্ষ্যে তারা প্রশ্নোত্তর ও দাবী উত্থাপন পর্বে সিংগাইর, জীবননগর ও সদর উপজেলা কৃষি ও প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার নিকট নিম্নের কিছু অভিন্ন প্রশ্ন তুলে ধরেন যেমন:

- টমেটোর পাতা কুকড়ানো, ধানে থোড় আসার সময় পোকার আক্রমন প্রতিকার, কৃষি ও প্রাণিসম্পদ বিভাগ থেকে নিরাপদ সবজী উৎপাদন, ছাগল ও গাভীর রোগ প্রতিষেধক টিকা ও কৃষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, সকল উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা নিয়মিত মাঠে যাননা কেন, কৃষকগণ কারিগরি ও পরামর্শ সেবা পাচ্ছে কিনা, সরকারি প্রদর্শনী প্লট নির্বাচন কিভাবে হয়, যথাসময়ে পরিমাণমত সার পাওয়ার উপায় ইত্যাদি সমস্যার দ্রুত সমাধান চাই বলে তারা দাবী করেন।

বক্তব্য রাখছেন সিংগাইর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ জনাব হাবিবুল বাশার চৌধুরী

সংলাপে উত্থাপিত দাবী ও প্রশ্নগুলোর জবাবে-

- উপজেলা কৃষি ও প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাগণ কৃষকদের উত্থাপিত ফসল ও প্রাণির রোগ নির্ণয় কৌশল ও এর প্রতিকারসহ এক এক করে কারিগরি বিষয়ে সকল প্রশ্নের উত্তর দেন এবং বলেন, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ও ইউনিয়ন প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাগণ সরাসরি মাঠে গিয়ে সংশ্লিষ্ট কৃষককে পরামর্শ দিবেন এটাই তাদের কাজ, এর ব্যত্যয় প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
- ইউপি চেয়ারম্যানগণের নিকট উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ও প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের বসার জন্য একটি কক্ষের দাবী করলে চেয়ারম্যানগণ দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

সংলাপ পরবর্তী প্রকল্প এলাকার জীবননগর ও সিংগাইরে কৃষকদের কাছে উল্লিখিত সমস্যা সমাধান নিয়ে কথা বলে জানা গেছে, উপজেলা কর্মকর্তাগণের দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সারের সংকট নিরসন হয়েছে; উপ-সহকারী কৃষি ও প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাগণ এখন বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে বসছেন এবং সরাসরি মাঠে গিয়ে কারিগরি ও পরামর্শ সেবা দিচ্ছেন যার ফলে ফসল চাষী ও প্রাণি খামারীগণ সেবা পেয়ে সরকারি বিভাগ, ইউপি ও লোকমোর্চার প্রতি বেশ সন্তুষ্ট।

জীবননগর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান

ধারাবাহিক সামাজিক এডভোকেসি উদ্যোগ সুবিধাভোগীদের সরকারি সেবা প্রাপ্তি সহজ করে দিয়েছে

ঘটনা বিশ্লেষণ

সরকারি সেবায় লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর অভিগম্যতা ও প্রাপ্তি সহজলভ্য করতে লোকমোর্চার দায়িত্বশীল ও সম্ভাবনাময় সদস্যদের 'সামাজিক নীরিক্ষা পরিচালনা প্রক্রিয়া', তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরে সামাজিক এডভোকেসি (মতবিনিময়, লবিং, সংলাপ, গণশুনানী ইত্যাদি) পরিচালনা যাতে কাঙ্খিত লক্ষ্য পূরণ সহজ হয়। এ লক্ষ্যে ৯ সেপ্টেম্বর'২৩, ৯ অক্টোবর'২৩ এবং ২০ এপ্রিল ২০২৪ চুয়াডাঙ্গায় এবং ২৭ ডিসেম্বর'২৩ ও ৯ মে'২৪ তারিখে সিংগাইরে 'সামাজিক নীরিক্ষা পরিচালনা প্রক্রিয়া' বিষয়ে প্রকল্পের ফোকাল পারসন কর্তৃক সরকারি সেবা ভিত্তিক (কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষা) প্রশ্নপত্র তৈরি করে লোকমোর্চার বাছাইকৃত সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও মাঠ পরিদর্শনে পাঠানো হয়। মাঠ পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশিত করে সভার মাধ্যমে প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। এরপর প্রতিবেদন নিয়ে লোকমোর্চা কর্তৃক বিগত ২৭ মে'২৩, ২০ নভে'২৩, ১৩ ডিসে'২৩, ২৩ মে'২৪ এবং ২ জুন'২৪ সময়কালে চুয়াডাঙ্গার ইউপি, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে ৫টি এবং ৩ এপ্রিল'২৪, ২০-২১ মে'২৪ ও ১২ জুন'২৪ সময়কালে মানিকগঞ্জের ইউপি ও উপজেলা পর্যায়ে ৪টি এডভোকেসি উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হয়।

উভয় কর্মএলাকার প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশিত করে লোকমোর্চা সমন্বিতভাবে নিম্নের করণীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে

স্থানীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বক্রিয় ও অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণসহ সরকারি সেবা জনবান্ধবকরণে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করা; সরকারি সেবায় তাদের অভিগম্যতা বৃদ্ধি করা; সাধারণ মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় ও সরকারি সেবা সংক্রান্ত তথ্যাদি জানাতে নির্বাচিত স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তাগণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং সেবা প্রাপ্তি সহজলভ্য করা।

সামাজিক নীরিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ শেষে প্রতিবেদন তৈরিতে জীবননগর উপজেলা লোকমোর্চার নেতৃবৃন্দ

ফলাফল ও প্রভাব

সিদ্ধান্তের আলোকে গৃহীত ৯টি উদ্যোগের বিদ্যমান অবস্থা জানতে প্রকল্প কর্মকর্তা ও লোকমোর্চা কর্তৃক মাঠ পরিদর্শনে জানা যায়, দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশ এখন কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সেবা সহজে পেতে শুরু করেছে, নারী নির্যাতন ও বাল্য বিবাহ হ্রাস পেয়েছে। অধিকার ও দাবী আদায়ে তারা এখন সংগঠিত ও সোচ্চার।

বক্তব্যে সিংগাইর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার ডা: সৈয়দা তাসনুভা মারিয়া

সংলাপ শেষে ইফতার সামনে নিয়ে জীবননগরে সরকারি কর্মকর্তা ও লোকমোর্চা নেতৃবৃন্দ

শিশুবিবাহ ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বিশেষ অবদান ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন

ঘটনা বিশ্লেষণ

প্রকল্পভুক্ত জীবননগর ও সিংগাইর উপজেলায় বিগত ১৭ এপ্রিল ২০২৩ হতে ০২ জুন ২০২৪ সময়কালে উপজেলাস্থ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মসজিদের ইমাম, সরকারি নিবন্ধনভুক্ত কাজী ও পেশাদার ঘটকদের অংশগ্রহণে ৬টি আলোচনা সভার মাধ্যমে সকলের মতামতের ভিত্তিতে **'শিশুবিবাহ ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধে স্থানীয় প্রশাসন, ইউনিয়ন পরিষদ ও ইমাম-কাজী-ঘটকদের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত'** হয়। এসব অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গার মাননীয় জেলা প্রশাসক জনাব আমিনুল ইসলাম খান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ, সহকারী কমিশনার (ভূমি), থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সরকারি কর্মকতা, নারী নেত্রী, সাংবাদিক, নির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান, ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, প্রতিনিধিত্বশীল ইমাম, কাজি, ঘটক ও পুরোহিতগণসহ লোকমোর্চার ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা নেতৃবৃন্দ।

সমঝোতা স্মারকে উল্লেখ্যযোগ্য শর্ত ও সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরুপ:

- মেয়েদের বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর ও ছেলেদের বয়স কমপক্ষে ২১ বছর পূর্ণ না হলে বিবাহ দেয়া যাবেনা মর্মে সকল মসজিদে জুমার দিনে খুৎবার পূর্বে আলোচনা করতে হবে;
- উপজেলাস্থ কোন কাজী মেয়ে ও ছেলেদের বয়স পূর্ণ না হলে বিবাহ নিবন্ধন করবেন না;
- উপজেলাস্থ কোন ইমাম সাহেব/পুরোহিত মেয়ে ও ছেলেদের বয়স পূর্ণ না হলে বিবাহ পড়াবেন না;
- উপজেলাস্থ কোন ইউনিয়ন পরিষদ মেয়ে ও ছেলের বয়স অনৈতিকভাবে বৃদ্ধি করে জাল জন্মসনদ দিবেন না;
- উপজেলাস্থ কোন ঘটক মেয়ে ও ছেলের বয়স ভালভাবে না দেখে বিবাহ আয়োজনে ভূমিকা রাখবেন না;
- সকলের নজর এড়িয়ে জেলাস্থ নোটারী পাবলিকের মাধ্যমে বাল্য বিবাহ সংঘটিত হলে সিভিল ও পুলিশ প্রশাসন সংক্ষুব্ধ পক্ষকে আইনের আওতায় এনে বিচারের ব্যবস্থা করবেন।

প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিবৃন্দের মতামত ও নির্দেশনা

- সমঝোতা স্মারকে উল্লেখিত শর্ত ও সিদ্ধান্তসমূহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে কঠোরভাবে অনুসরণ করে অন্তত: এই উপজেলাকে বাল্যবিবাহ মুক্ত করতে হবে;
- সব ধরনের তৎপরতার পরও কোথাও কোন বাল্যবিবাহ সংঘটনের সম্ভাবনা দেখলে প্রকল্পের কমিউনিটি গ্রুপ ও লোকমোর্চার সদস্যগণ দ্রুত সিভিল ও পুলিশ প্রশাসনের হটলাইন/৯৯৯ নাম্বারে ফোন দিয়ে তাদের সহায়তায় বাল্যবিবাহ বন্ধের উদ্যোগ নিবেন।

ফলাফল ও প্রভাব

বাল্যবিবাহ রোধ ইস্যুতে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সাথে লোকমোর্চার ধারাবাহিক উদ্যোগ ও ফলো-আপের ফলে দুই উপজেলা বাল্যবিবাহ মুক্ত না হলেও ৭/৮টি বাল্যবিবাহ বন্ধসহ সন্তোষজনক মাত্রায় হ্রাস পেয়েছে।

বক্তব্য রাখছেন চুয়াডাঙ্গার মাননীয় জেলা প্রশাসক জনাব আমিনুল ইসলাম খান

বক্তব্য রাখছেন জামশা ইউপি চেয়ারম্যান গাজী কামরুজ্জামান

মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রচেষ্টায় বাল্যবিবাহের বিপক্ষে ছাত্রীদের ইতিবাচক মনোভাব

ঘটনা বিশ্লেষণ

প্রকল্পভুক্ত জীবননগর ও সিংগাইর উপজেলায় বিগত ২০ এপ্রিল'২২, ০৯ মে'২৩ হতে ২৭ মার্চ ২০২৪ সময়কালে উপজেলাধীন বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাধ্যমিক পর্যায়ের মাদ্রাসার প্রতিনিধিত্বশীল শিক্ষকবৃন্দ ও বিদ্যালয়/মাদ্রাসা ম্যানেজিং কমিটির নেতৃবৃন্দের সক্রিয় অংশগ্রহণে ৬টি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ক মতবিনিময় সভা হয়। এসব অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি/বিশেষ অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, উপজেলা তথ্যসেবা অফিসার, স্থানীয় নারী নেত্রী, সাংবাদিক, নির্বাচিত ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, লোকমোর্চার ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা নেতৃবৃন্দ।

অংশগ্রহণকারীগণ ও অতিথিবৃন্দের মতামত ও পরামর্শ

- বর্তমানে উপজেলার সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও যেসব মাদ্রাসায় মেয়ে শিক্ষার্থী আছে সেখানে প্রতি মাসে অন্তত: একদিন করে সকল ক্লাসে বাল্যবিবাহের কুফল, ইভটিজিং এবং নারী নির্যাতন নিরোধে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের করণীয় নিয়ে আলোচনা করতে হবে;
- বর্তমানে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের বাল্যবিবাহ হলে ম্যানেজিং কমিটি, শিক্ষক, অভিভাবক এবং ছাত্র-ছাত্রীরা নিজ উদ্যোগে ৯৯৯ নাম্বার এ ফোন দিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে এবং স্থানীয় লোকমোর্চার নেতৃবৃন্দের নিকট ফোনে জানাতে হবে;
- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কাজীগণ কর্তৃক সহকারী রেজিস্টার না রাখার নিশ্চয়তা দিতে হবে;
- ইউপি ও জনপ্রতিনিধিগণ কর্তৃক মিথ্যা বয়স বাড়িয়ে জন্ম নিবন্ধন সনদ প্রদান বন্ধ করতে হবে;
- স্থানীয় সিভিল ও পুলিশ প্রশাসন কর্তৃক বাল্যবিবাহ সংঘটনে সম্পৃক্ত সকলকে আইনের আওতায় এনে শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে;
- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে প্রশাসন, ইউনিয়ন পরিষদ ও লোকমোর্চাকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।

ফলাফল ও প্রভাব

দুই উপজেলার কয়েকটি বিদ্যালয়ে কথা বলে জানা গেছে, অংশগ্রহণকারী শিক্ষকবৃন্দ পরামর্শ-প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে মাসে একদিন সব শ্রেণীতে বাল্যবিবাহের কুফল ও ছাত্র-ছাত্রী-অভিভাবকদের করণীয় নিয়ে উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া ধারাবাহিকভাবে চলমান রাখায় বাল্যবিবাহের বিপক্ষে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষত: ছাত্রীদের ইতিবাচক অবস্থান দেখা গেছে।

বক্তব্য রাখছেন সিংগাইর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসার এবিএম শাহীনুজ্জামান (ডানে) ও বক্তব্য রাখছেন জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মো: আরিফুজ্জামান (বামে)

নারীর অধিকার আদায় ও নারী-শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে কর্মএলাকার নারী-পুরুষ এখন সোচ্চার

ঘটনা বিশ্লেষণ

সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও প্রতিবছর ০৮ই মার্চ বিশ্ব নারী দিবস এবং ২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর আর্ন্তজাতিক 'নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ' পালিত হয়। এরই প্রেক্ষিতে ২০২১ সালের নভেম্বর থেকে ২০২৪ সালের মার্চ সময়কালে প্রকল্পভুক্ত চুয়াডাঙ্গা ও মানিকগঞ্জ জেলার কর্মএলাকায় ১২টি পৃথক দিবসে অংশগ্রহণ করেন মাননীয় সাংসদ, স্থানীয় প্রশাসন, সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগ, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, এনজিও প্রতিনিধি, নারী নেতৃবৃন্দসহ এলাকার সাধারন মানুষ। প্রতিবছর দিবসের প্রতিপাদ্যের উপর গুরুত্বারোপ করে র‍্যালী, মানববন্ধন ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা পর্বে প্রধান অতিথি মাননীয় সাংসদ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ, উপজেলা চেয়ারম্যানগণসহ বক্তাগণ সমস্বরে বলেন, 'নারীদের অধিকার, অধিকার আদায়ের দাবী ও প্রাপ্তি এবং আইনগত সকল দাবীর পক্ষে সচেতন ও সোচ্চার হয়ে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পুরুষদেরকে আরো সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে'। পাশাপাশি 'সবকিছুর উর্দ্ধে উঠে নারীদেরকেও তাদের অধিকার বিষয়ে জানতে, নিজে বুঝতে, অন্যকে বোঝাতে সর্বোপরি অধিকার আদায়ে সংগঠিত ও সোচ্চার হতে হবে'। অনুষ্ঠানে সমাজে বিশেষ অবদান রাখার জন্য ০৫ (পাঁচ) জন নারীকে জয়িতা হিসেবে সংবর্ধনা ও বিশেষ সম্মানে পুরস্কৃত করা হয়।

ফলাফল ও প্রভাব

দিবসসমূহে আলোচনার পর নারীর অধিকার আদায়ে উভয় কর্মএলাকায় লোকমোর্চা ও স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় নারী ও পুরুষগণ পৃথকভাবে ও সমন্বিতভাবে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে বেশকিছু বাল্যবিবাহ প্রতিরোধসহ অসংখ্য পারিবারিক নির্যাতন বন্ধ করেছে।

বক্তব্য রাখছেন জীবননগর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান এবং বক্তব্য রাখছেন মানিকগঞ্জ-২ আসনের মাননীয় এমপি জনাব মমতাজ বেগম (ডানে)

‘শোককে শক্তিতে রুপান্তর’-চুয়াডাঙ্গা জেলা লোকমোর্চার দৃঢ় অঙ্গীকার

ঘটনা বিশ্লেষণ

বিগত ১৯ নভেম্বর ২০২২ চুয়াডাঙ্গা জেলা লোকমোর্চার বর্তমান সভাপতি এডভোকেট বেলাল হোসেন এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক শাহ আলম সনি'র সঞ্চালনায় লোকমোর্চা ও ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর যৌথ আয়োজনে জেলা লোকমোর্চার **প্রয়াত সভাপতি এডভোকেট আলমগীর হোসেন** সহ অন্যান্য প্রয়াত সদস্যদের স্মরণে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয় সংস্থার চুয়াডাঙ্গাস্থ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের হলরুমে। শোকসভার শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলোওয়াত ও গীতা পাঠ করা হয়। এরপর ২০০৪ সাল হতে এ পর্যন্ত জেলায় লোকমোর্চার বিভিন্ন কার্যক্রম ও উদ্যোগ আয়োজনের শুরুতে প্রয়াতদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন শেষে উপস্থিত সদস্যগণ তাদের স্মৃতিচারণ করেন। উল্লেখ্য, সামাজিক সংগঠন লোকমোর্চার শুরু থেকেই মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রয়াত এডভোকেট আলমগীর হোসেন সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সৎ, যোগ্য ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সামাজিক এই সংগঠনটি তার নানামুখী কাজ ও উদ্যোগের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসন, সরকারি বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের প্রাণের সংগঠন হিসাবে পরিচিতি লাভ করতে সক্ষম হয়। সদস্যদের আলোচনায় বেরিয়ে আসে, তাঁর নেতৃত্বে চুয়াডাঙ্গায় লোকমোর্চার সর্বশেষ মানবিক উদ্যোগ ছিল ‘কোভিড-১৯’ মোকাবিলা। করোনার বিরুদ্ধে এক ধরনের যুদ্ধ বললে অত্যুক্তি করা হবে না, এর ভয়াবহতা উপেক্ষা করে তিনি লোকমোর্চার সদস্যদের সাথে নিয়ে জেলা শহরসহ বিভিন্ন উপজেলা, ইউনিয়ন, পৌরওয়ার্ড ও গ্রাম পর্যায়ে নিরলসভাবে কাজ করেছেন জনসচেতনতা বৃদ্ধিসহ মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও অসহায় দরিদ্রদের মাঝে খাবার বিতরণের মাধ্যমে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও বাস্তবতা হচ্ছে, সেই করোনা আক্রান্ত হয়েই তিনি প্রথমে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল ও পরে ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলেন। সংগঠনের সাথে দীর্ঘ ১৮ বছরের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অনেকেই কান্নায় ভেঙে পড়েন। তবে এ পর্বে জেলা লোকমোর্চার সভাপতি এডভোকেট বেলাল হোসেন বলেন, “আজ আমরা সকলে শোকাভিভূত ও মর্মাহত এটা যেমন সত্যি ঠিক একইভাবে ‘ন্যায্য সমাজ গড়ার অঙ্গীকার’ নিয়ে আমাদের প্রিয় প্রয়াত সভাপতির বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আমরা আজ যে পর্যায়ে এসেছি, আমাদের হারিয়ে যাওয়া নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর ভাষা হবে, ‘শোককে শক্তিতে রুপান্তরিত’ করে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য সামনে এগিয়ে চলার দৃঢ় অঙ্গীকার’।

সবশেষে বক্তাগণ প্রয়াত সভাপতিসহ সকল প্রয়াত সদস্যদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে ইমাম জনাব মোঃ আক্তারুজ্জামান বিশ্বাস এর মোনাজাতের মধ্য দিয়ে এ পর্ব শেষ করেন। শোক সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা লোকমোর্চার সদস্যসহ ৪ উপজেলার সভাপতি ও সাধারন সম্পাদকগণ, বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে আগত লোকমোর্চার নেতৃবৃন্দ ও ওয়েভ ফাউন্ডেশন-এর কর্মকর্তাবৃন্দ।

ফলাফল ও প্রভাব

শোকসভায় বিগত ১৯ বছরের স্মৃতিচারন থেকে লোকমোর্চার দৃষ্টান্তমূলক সফল উদ্যোগ সম্পর্কে তুলনামূলক নতুন সদস্যগন জানতে পেরেছেন যা আগামীতে ‘শোককে শক্তিতে রূপান্তর ঘটিয়ে’ ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার দৃঢ় অঙ্গীকার প্রতিপালনে সহায়ক হবে।

বক্তব্য রাখছেন জনাব আবুল কালাম আজাদ-সভাপতি, জীবননগর উপজেলা লোকমোর্চা

প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে প্রশাসনিক সহায়তা অপরিহার্য

ঘটনা বিশ্লেষণ

সরকারি বিধি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ান্তর প্রশাসনিক পদে রদবদল স্বাভাবিক। উপজেলা পর্যায়ে প্রশাসনিক পদের প্রধান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণের পদ রদবদল হলেই প্রকল্প বিষয়ে পরিচিতি ও সহায়তা কামনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এরই প্রেক্ষিতে জীবননগর ও সিংগাইর উপজেলার নবাগত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ রোকনুজ্জামান এবং জনাব দিপন দেবনাথ এর আগমনে লোকমোর্চা ও সংস্থার পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনা দেওয়া হয়। জীবননগর উপজেলায় লোকমোর্চার বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন অনুষ্ঠানে সংগঠনের নেতৃস্থানীয় সদস্যগণের উপস্থিতিতে নবাগত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে ফুলেল শুভেচ্ছাসহ স্বাগত জানান এবং সিংগাইরে অফিসে গিয়ে ফুলেল শুভেচ্ছা জানায় উপজেলা লোকমোর্চা নেতৃবৃন্দ। এ সময় নবাগত নির্বাহী কর্মকর্তাগণকে প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিসহ সংস্থা, দাতা সংস্থা ও প্রকল্প বাস্তবায়নের কৌশল হিসাবে সামাজিক সংগঠন লোকমোর্চার ভূমিকা এবং সরকারি বিভাগসহ উপজেলা প্রশাসনের কাছে প্রত্যাশিত সহায়তার কথা তুলে ধরা হয়। সংবর্ধিত নবাগত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ বলেন, "সমাজের পিছিয়ে পড়া ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনমান উন্নয়নে সরকারি অত্যাবশ্যকীয় সেবায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অভিগম্যতা বৃদ্ধিতে লোকমোর্চা যেভাবে কাজ করছে, লোকমোর্চার এসব ভালো উদ্যোগের সাথে সহমত পোষন করে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের দৃঢ় আশা ব্যক্ত করছি"। নবাগত অতিথিবৃন্দ সাধারন মানুষের পক্ষে লোকমোর্চার সমন্বিত ভাল উদ্যোগের জন্য লোকমোর্চা, সংস্থা ও দাতা সংস্থাকে ধন্যবাদও জানান। অনুষ্ঠানে চুয়াডাঙ্গা জেলা এবং জীবননগর ও সিংগাইর উপজেলা-ইউনিয়ন লোকমোর্চার সভাপতি ও সাধারন সম্পাদকগণসহ সংস্থার সিনিয়র কর্মকর্তাগণ সফল প্রকল্প বাস্তবায়নে নবাগত অতিথিবৃন্দের সহায়তা চেয়ে বক্তব্য রাখেন।

ফলাফল ও প্রভাব

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নবাগত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ লোকমোর্চার সামাজিক উদ্যোগগুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেয়ে সকল ভালো কাজে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস ও উপজেলায় অবস্থানকালীণ সময়ে প্রদেয় সহায়তা প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে বিশেষ অবদান রেখেছে।

লোকমোর্চা নেতৃবৃন্দ কর্তৃক সংবর্ধিত জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোঃ রোকনুজ্জামান (বামে) লোকমোর্চা নেতৃবৃন্দ ও প্রকল্প কর্মকর্তা কর্তৃক নবাগত সিংগাইর উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব দিপন দেবনাথ কে সংবর্ধনা প্রদান (ডানে)

বাংলাদেশী যাত্রীদের ভারতে যাতায়াতে দর্শনা চেকপোস্ট এখন কর্মমূখর

ঘটনা বিশ্লেষণ

স্থানীয় জনগণ, চেকপোস্টের ব্যবসায়ীসহ ভুক্তভোগী যাত্রীদের দাবীর প্রেক্ষিতে লোকমোর্চা বিগত ০২ অক্টোবর ২০২২ বাংলাদেশি পাসপোর্টধারী যাত্রীরা যাতে নিয়মিত চুয়াডাঙ্গার দর্শনা শুল্ক স্টেশন (দর্শনা-গেদে সীমান্ত) হয়ে স্থলপথে চিকিৎসা ও ভ্রমণসহ জরুরি প্রয়োজনে ভারতে যাতায়াত করতে পারে সেলক্ষ্যে চুয়াডাঙ্গা জেলা লোকমোর্চার সভাপতি এডভোকেট বেলাল হোসেনের নেতৃত্বে জেলা লোকমোর্চার সাধারন সম্পাদক ও দৈনিক প্রথম আলো'র জেলা প্রতিনিধি শাহ আলম সনিসহ এক প্রতিনিধি দল কয়েকটি যৌক্তিক দাবিসম্বলিত স্মারকলিপি চুয়াডাঙ্গার মাননীয় জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার বরাবর পেশ করে। উল্লেখযোগ্য দাবির মধ্যে ছিল, **'দর্শনা শুল্ক স্টেশন নিয়ে বিদ্যমান দ্বৈতনীতি পরিহার** এবং **দর্শনা-গেদে সীমান্ত দ্রুত খুলে দিয়ে বাংলাদেশি পাসপোর্ট ও ভিসাধারীদের স্বাভাবিক চলাচল দ্রুত চালু** ইত্যাদি। উল্লেখ্য, কোভিড-১৯ কালীন নিষেধাজ্ঞার পর গত প্রায় আড়াই বছর দর্শনা-গেদে সীমান্ত পথে বাংলাদেশের পাসপোর্ট ও ভিসাধারী কোন যাত্রী ভারতে যেতে পারছেন না যদিও ভারতীয় পাসপোর্টধারীরা স্বাভাবিকভাবেই চলাচল করছেন এবং রেলপথে ভারত থেকে পণ্য আমদানি ও বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী এক্সপ্রেস ট্রেনে যাত্রী চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে চিকিৎসা ও ভ্রমণসহ জরুরি প্রয়োজনে এ অঞ্চলের যাত্রীরা ভিসা অনুযায়ী বেনাপোল স্থলবন্দর, ঢাকা বিমানবন্দর এবং ঢাকা/খুলনা থেকে রেলপথে চলাচল করছেন এতে তাদের সময় ও অর্থের অপচয়সহ চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

দূরত্ব, সময় ও খরচ বিবেচনা করে চুয়াডাঙ্গাসহ খুলনা, ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগের অন্তত ২২ জেলার মানুষ দর্শনা-গেদে সীমান্ত পথে যাতায়াতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। একই শুল্ক স্টেশনে দুই দেশের নাগরিকদের জন্য দুই নীতি মেনে নেয়া কষ্টকর ও অযৌক্তিক। স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়, স্বাভাবিক সময়ে এখানে প্রতিদিন বাংলাদেশি-বিদেশি মিলিয়ে প্রায় আড়াই থেকে ৩ হাজার যাত্রী চলাচল করতেন, বর্তমানে সেখানে বাংলাদেশি জ্যেষ্ঠ নাগরিক ২০ থেকে ৩০ জন এবং ভারতীয় নাগরিক ১৫০ থেকে ১৬০ জন চলাচল করছেন। এতে সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। দর্শনা ইমিগ্রেশন বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, 'করোনাভাইরাস সংক্রমণের কারণে ২০২০ সালের ২৬ মার্চ দর্শনা-গেদে স্থলপথে যাত্রী চলাচল স্থগিত করা হয়। ভারতে আটকে পড়া বাংলাদেশিদের ফিরিয়ে আনতে ২০২১ সালের ১৭ মে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়। একই বছরের সেপ্টেম্বরে শুধু মেডিকেল ও বিজনেস ভিসা চালু করা হয়। তবে ৫ ডিসেম্বর সেটিও বন্ধ করে দেওয়া হয়। ২০২২ সালের ২৯ মে মৈত্রী এক্সপ্রেস ট্রেন চালু হলেও দর্শনা শুল্ক স্টেশন হয়ে বাংলাদেশী পাসপোর্টধারী যাত্রীদের যাতায়াতের কোন ব্যবস্থা করা হয়নি যা দুঃখজনক'! চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খাঁন বলেন, 'গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে জনানো ও সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় সবকিছু করা হবে। তিনি নাগরিক সংগঠন লোকমোর্চার এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে ভবিষ্যতে লোকমোর্চা কর্তৃক এরকম জনহিতকর সামাজিক উদ্যোগে সহযোগিতা দানেরও আশ্বাস দেন'।

ফলাফল ও প্রভাব

লোকমোর্চা কর্তৃক উত্থাপিত দাবী বিগত ১৮-০৯-২০২৩ হতে বাস্তবায়িত হবার ফলে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, যাত্রীদের হয়রানি ও ব্যয় হ্রাস পেয়েছে ও বেনাপোল স্থলবন্দরে যাত্রীদের চাপ কমেছে সর্বোপরি দর্শনা কাস্টমস চেকপোস্টটি আবারো কর্মমূখর হয়ে উঠেছে।

কেস স্টাডি

বয়স্ক ভাতার কার্ড পেয়ে আনন্দাশ্রুসিক্ত বিধবা ওজিফা

মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলাধীন জয়মন্টপ ইউনিয়নের পশ্চিম ভাকুম গ্রামে বসবাস ৬৪ বছর বয়সী স্বামীহারা ওফিজা খাতুনের। দুই ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে অভাবের সংসার চলে দিনমুজুর দুই ছেলের অনিয়মিত স্বল্প আয়ে। চার বছর আগে স্বামী মারা যাওয়ায় অভাবী সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরানোর অবস্থা। তাই দুই ছেলের সামান্য আয়ে বর্তমান চড়া বাজারে সংসার চালাতে হিম শিম খেতে হয় ওজিফারই। মেয়ের বিয়ে দিলেও স্বামীর অত্যাচার-নির্যাতনে মেয়েটিও অতিষ্ঠ, সে চিন্তাও ওফিজা খাতুনের কপালে ভাঁজ। এতকিছুর মধ্যে ডায়াবেটিসসহ শরীরের ডান পাশের একাংশ প্যারালাইজড হয়ে গেছে ওফিজা'র। প্রকল্পভুক্ত কমিউনিটি গ্রুপের এক সভায় বিধবা-বয়স্কা ওজিফা খাতুনের পরিচয় ঘটে জয়মন্টপ ইউপি লোকমোর্চার সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস হোসেনের সাথে। ওফিজা খাতুন তার সংসারের দুর্দশার কথা খুলে বললে ইলিয়াস হোসেন জয়মন্টপ ইউনিয়ন থেকে একটি বয়স্কভাতার কার্ড করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন এবং ইউপি চেয়ারম্যানের সাথে কথা বলে ওফিজা খাতুনের একটি বয়স্ক ভাতার কার্ড এর ব্যবস্থা করে দেন। বিগত প্রায় এক বছর ধরে ওফিজা খাতুন প্রতিমাসে ৬০০/= (ছয়শত) টাকা করে বয়স্ক ভাতা পাচ্ছেন ফলে কিছুটা হলেও দুবেলা দু'মুঠো খেতে পারছেন। লোকমোর্চার সাধারণ সম্পাদককে সাথে নিয়ে ওফিজা খাতুনের বাড়িতে খোঁজ নিতে গেলে-

"বয়স্ক ভাতার কার্ড দেখিয়ে ওজিফা বলেন, এই কার্ডের টাকা আমার সংসারে খুব উপকারে লাগছে, বাবাজিকে দেখে খুশীতে আমার চোখে পানি এসে গেছে, দোয়া করি আল্লাহ আপনাদের ভাল রাখুক"।

আনন্দাশ্রুসিক্ত ওজিফা খাতুন

বাল্যবিবাহের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে স্বপ্নময় জীবনের পথে ৭ম শ্রেণীর ছাত্রী ফারজানা

বিশ্বস্থ সূত্রে খবর পেয়ে বিগত ০৬ ডিসেম্বর ২০২২ সিংগাইর উপজেলা লোকমোর্চার কার্যনির্বাহী সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব অলক সাহার নেতৃত্বে লোকমোর্চার একটি প্রতিনিধি দল উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা রওশন আরার সহায়তায় সায়েস্তা ইউনিয়নাধীন আঠারো পাইকা গ্রামের সপ্তম শ্রেণীতে পড়ুয়া ফারজানা আক্তার এর বাল্যবিবাহ বন্ধ করা হয়। সরেজমিন পরিদর্শনকালে সাথে ছিলেন সায়েস্তা ইউপি চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল হালিম। পরিদর্শনকালে ফারজানা, তার বাবা-মা এবং বরপক্ষের সাথে কথা বলে ও সকলের সম্মতিক্রমে বিয়েটি বন্ধ করা হয়। উল্লেখ্য, মেয়ের জন্ম নিবন্ধন থেকে দেখা যায় ঐ সময়ে তার বয়স মাত্র ১৩ বছর ৪ মাস। আলোচনার শেষ পর্যায়ে মেয়ের বাবা-মা'র কাছ থেকে মেয়ের বয়স ১৮ (আঠার) না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ দিবেন না মর্মে মোচলেখা/লিখিত প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়। বিদায়ের আগে অনুভূতি জানতে চাইলে ফারজানা বলে-

"আমি লোকমোর্চাসহ উপস্থিত সবার কাছে কৃতজ্ঞ এবং অঙ্গীকার করছি, এখন থেকে লেখাপড়ার প্রতি আরো বেশি মনোযোগী হয়ে উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমে আমার ও পরিবারের স্বপ্ন পুরণ করবো"

বাল্যবিবাহ বন্ধের ফলে ফারজানা আক্তার পড়ালেখায় মনোযোগ দিয়ে নতুন ও সুন্দর আগামীর স্বপ্ন দেখছে। এ ঘটনা এলাকার অন্য মেয়ে ও অভিভাবকদের মনে বাল্যবিবাহের বিপক্ষে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

দিশেহারা বিউটি'র পাশে আইনি সহায়তাসহ কর্মসংস্থানে লোকমোর্চা

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলাধীন আন্দুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের কুলতলা গ্রামের বিউটি (১২) ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়া অবস্থায় দরিদ্র বাবা তাকে পাশের গ্রামের মিষ্টি কারিগর সাইদুরের সাথে বিয়ে দেয়। বিয়ের ১৫ দিন পর সাইদুরের আগের দুটি বিয়ে ও বিচ্ছেদের ঘটনা জানতে পারে বিউটি। মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েও বিউটি নতুন করে সুখের স্বপ্নও দেখে। এরই মধ্যে দুই সন্তানের (বর্তমানে কন্যা সুমাইয়া -১০ ও পুত্র সিহাব -৬) মা হয়ে যায় বিউটি। এদিকে স্বামী সাইদুর হোটেলে কাজ করা নারীদের প্রলোভন দেখিয়ে অর্থের লোভে আরো ৪টিসহ মোট ৭টি বিয়ে করে ও বিচ্ছেদ ঘটায়। কুটকৌশলী ও দুষ্টু স্বভাবের কারণে ধরা-ছোয়ার বাইরেই থেকে যায় সাইদুর। ইতিমধ্যে স্বামীর কাছে শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে বাবার বাড়ি যেতে বাধ্য হয় বিউটি। কিন্তু প্রান্তিক কৃষক বাবার পক্ষে দুই সন্তানসহ বিউটির ব্যয়ভার বহন করা কঠিন হয়ে পড়ে। বিউটি আবারো স্বামীর ঘরে ফিরে যেতে প্রথমে ইউনিয়ন পরিষদে লিখিত অভিযোগ ও প্রতিকার না পেয়ে জীবননগর থানায় লিখিত অভিযোগ করে কিন্তু সেখানেও মেলেনা প্রতিকার। সবশেষে বিউটি লোকমুখে নির্যাতিত নারীর পক্ষে লোকমোর্চা কাজ করে জেনে লিখিত অভিযোগ করে জীবননগর উপজেলা লোকমোর্চার কাছে। লোকমোর্চা বিউটির সমস্যাটি অনুধাবন করে সালিশ সভায় বিউটি ও তার স্বামীকে ডেকে আনলে প্রথম সালিশ সভায় বিউটির স্বামী দোষী প্রমাণিত হয় ও তাকে শুধরানোর জন্য এক সপ্তাহ সময় দেয়। কিন্তু স্বভাব না পাল্টিয়ে পরবর্তী শালিস সভায় সাইদুরের দ্বারা বিউটির উপর শারীরিক নির্যাতন ও যৌতুক এর চাপ গ্রয়োগ প্রমাণিত হলে সালিশ চলাকালীন লোকমোর্চা বিষয়টি জীবননগর থানার ওসি সাহেবকে জানালে থানা থেকে একদল পুলিশ এসে ধরে নিয়ে যায় সাইদুরকে। বিউটি মামলা করলে স্বামী সাইদুরকে জেল হাজতে প্রেরণ করে থানা কর্তৃপক্ষ। নির্যাতিতা বিউটির পক্ষে আইনি সহায়তার দায়িত্ব নেয় লোকমোর্চা। পাশাপাশি, বিউটির দুটি সন্তানসহ দৈনন্দিন ব্যয় মিটাতে লোকমোর্চা নিজেরা চাঁদা তুলে তাকে ছোট একটি মুরগির খামার করে দেয়; মহিলা বিষয়ক অফিস থেকে নকশি কাঁথা সেলাই প্রশিক্ষণ এবং স্থানীয় কওমি মাদ্রাসায় স্বল্প আয়ের চাকুরিরও ব্যবস্থা করে। উদ্যোগের ফলাফল জানতে বাড়িতে গেলে বিউটি অকপটে বলে-

"বর্তমানে শুধু নকশিকাঁথা সেলাই করেই আমি প্রতি মাসে ৪-৫ হাজার টাকা আয় করি এবং মুরগীর খামার ও চাকুরি থেকে সব মিলিয়ে মাসে গড় আয় হয় আমার প্রায় ৮০০০/- (আট হাজার) টাকা যা দিয়ে দুই ছেলে-মেয়ের লেখাপড়াসহ তিনজনের সংসার ভালভাবে চলে যাচ্ছে। এতটুকু সুখের জন্য আমি লোকমোর্চা, ওয়েভ ও পিকেএসএফ এর কাছে কৃতজ্ঞ"।

সামাজিক পুঁজি গঠনের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় সরকারি সেবাসমূহ জনবান্ধবকরণ (লোকমোর্চা) প্রকল্প

একনজরে সংখ্যাগত অবস্থা: জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৪
কর্মএলাকা: জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা ও সিংগাইর, মানিকগঞ্জ
বাস্তবায়নে: ওয়েভ ফাউন্ডেশন, সহায়তায়: পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

বাজেট কোড	কার্যক্রম/বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	ব্যবধান
২.১	প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন কৌশলসহ এডভোকেসি বিষয়ে কর্মকর্তাদের ২ দিনের রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ	০১ ব্যাচ	০১ ব্যাচ	০
৩.১.১	উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের লোকমোর্চার সদস্যদের নিয়ে বাৎসরিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালা	০৬টি	০৬টি	০
৩.১.২	ইউনিয়ন পযার্য়ের কমিউনিটি গ্রুপের নেতৃবৃন্দের নেতৃত্ব বিকাশ ও এডভোকেসি বিষয়ে উপজেলা পর্যায়ে ১ দিনের রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ	০৩ ব্যাচ	০৪ ব্যাচ	০
৩.১.৪	উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের লোকমোর্চা সদস্যদের দায়বদ্ধ সরকারি সেবা পরীবিক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন	০২ ব্যাচ	০২ ব্যাচ	০
৩.১.৫	অংশগ্রহণমূলক মনিটরিং প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে লোকমোর্চার প্রশিক্ষিত নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে প্রকল্পের লক্ষিত সরকারি সেবার অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও প্রতিবেদন প্রস্তুত	০৬টি	০৫টি	০১টি
৩.১.৬	সোস্যাল মনিটরিংয়ের ফাইন্ডিংস নিয়ে জেলার বিভিন্ন পর্যায়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগের প্রতিনিধিদের সাথে কমিউনিটি গ্রুপের নেতৃবৃন্দ ও লোকমোর্চা কর্তৃক সংলাপ আয়োজন	১২টি	০৭টি	০৫টি
৩.১.৭	বিদ্যমান সদস্যদের সক্রিয়তা বিবেচনায় ইউনিয়ন পর্যায়ে লোকমোর্চা পুনঃগর্ঠন	১৮টি	১৮টি	০
৩.১.৮	বিদ্যমান সদস্যদের সক্রিয়তা বিবেচনায় উপজেলা পর্যায়ে লোকমোর্চা পুনঃগঠন	০২টি	০২টি	০
৩.১.৯	বিদ্যমান সদস্যদের সক্রিয়তা বিবেচনায় জেলা পর্যায়ে লোকমোর্চা পুনঃগঠন	০১টি	০১টি	০
৩.১.১০	সিংগাইর ও জীবননগর উপজেলা ও ইউপি লোকমোর্চা নেতৃবৃন্দের দায়িত্ব/কর্তব্য ও নেতৃত্ব বিকাশ বিষয়ক দিনব্যাপি ওরিয়েন্টেশন	০৩ ব্যাচ	০৩ ব্যাচ	০
৩.১.১১	জেলার বিভিন্ন পর্যায়ে লোকমোর্চার উদ্যোগে বিভিন্ন পরিকল্পনা ও এ্যাকশন পয়েন্ট বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান	৯৬টি	৯১টি	০৫টি
৩.১.১২	লোকমোর্চা পরিচালিত সামাজিক নিরীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত নিয়ে জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন স্থানে গণশুনানীসহ এডভোকেসি ও লবিং এর আয়োজন	০৬টি	০৪টি	০২টি
৩.১.১৩	লোকমোর্চা কর্তৃক গৃহীত সফল উদ্যোগ/ঘটনা এবং চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনার জন্য উপজেলা ও জেলার সদস্যদের নিয়ে বার্ষিক সমাবেশ আয়োজন	০৬টি	০৫টি	০১টি

৩.১.১৪	ইউনিয়ন পর্যায়ের লোকমোর্চার ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা আয়োজন	২১৬টি	১৯৬টি	২০টি
৩.১.১৫	জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের লোকমোর্চার দ্বি-মাসিক সভা	৫৪টি	৫৪টি	০
৩.১.১৮	কমিউনিটি ক্লিনিকের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানে সংশ্লিষ্টদের সাথে উপজেলা পর্যায়ে লোকমোর্চার বাৎসরিক সংলাপ	০৯টি	০৯টি	০
৩.১.১৯	কৃষি, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ সেবায় বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানে সংশ্লিষ্টদের সাথে জেলার বিভিন্ন পর্যায়ে লোকমোর্চার বাৎসরিক সংলাপ	০৯টি	০৮টি	০১টি
৩.১.২০	শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানে সংশ্লিষ্টদের সাথে জেলার বিভিন্ন পর্যায়ে লোকমোর্চার বাৎসরিক সংলাপ	০৯টি	০৮টি	০১টি
৪.১.১	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের মাসিক উন্নয়ন সমন্বয় সভা ও স্ট্যান্ডিং কমিটিসমূহ কার্যকরীকরণে ত্রৈমাসিক সভা	২১৬টি	২০৯টি	০৭টি
৪.১.২	ইউনিয়ন পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিবর্গ এর অংশগ্রহণে পরীক্ষামূলক উপজেলাধীন ১টি ইউনিয়নে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন বিষয়ক উন্মুক্ত সভা	০৩টি	০৩টি	০
৪.১.৪	জেলা/উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন দিবস (আন্তঃনারী দিবস, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস/পক্ষ ইত্যাদি) উদযাপন	১২টি	১২টি	০
৫.১.১	নারীর প্রতি সহিংসতা ও শিশু বিবাহ প্রতিরোধসহ উপজেলা প্রশাসন, ইউনিয়ন পরিষদ এবং ইমাম, কাজী ও ঘটকদের মধ্যে উপজেলা পর্যায়ে ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান	০৬টি	০৬টি	০
৫.১.২	উপজেলা পর্যায়ে স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের শিশুবিবাহ প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ক মতবিনিময় সভা	০৬টি	০৬টি	০
৬.১	প্রকল্পের উত্তম প্রয়াস ও ভাল উদাহরণ সম্পৃক্ত ডকুমেন্টেশন ও প্রকাশনা	০২টি	১টি	০
৬.২	প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন	০১টি	০	০১টি
৬.৩	প্রকল্পের কার্যক্রম ও ফলাফল সংক্রান্ত ভিডিও ডকুমেন্টারী তৈরি ও প্রচার	০১টি	০১টি	০
৬.৪	সমাপনী কর্মশালা	০২টি	০২টি	০
৬.৫	বিবিধ			

বিশেষ দ্রষ্টব্য: পর্যায়ক্রমে ইউনিয়ন, জাতীয় ও উপজেলা নির্বাচন হওয়ায় মাত্র কয়েকটি ইভেন্ট সম্পন্ন করা যায়নি। প্রিন্টিং উপকরণের অত্যধিক বাজারমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং মানসম্মত প্রকাশনা তৈরিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে ৬.১ এর দুটি ইভেন্টের বরাদ্দ দিয়ে একটি প্রকাশনা করা হয়েছে।

প্রকল্প অংশীজনদের অভিমত

হাসিনা মমতাজ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা

বেসরকারি সংস্থা ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর 'সামাজিক পুঁজি গঠনের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় সরকারি সেবাসমূহ জনবান্ধবকরণ (লোকমোর্চা)' প্রকল্পের আওতায় লোকমোর্চা একটি নাগরিক স্বেচ্ছাসেবী অরাজনৈতিক সামাজিক সংগঠন যা স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকান্ডে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত রেখেছে। চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলাতে সরকারি সেবা তথা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, বাল্য বিবাহ এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধসহ স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে কাজ করছে। জনউন্নয়ন ও আধুনিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার কোন বিকল্প নেই। একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নাগরিক সংগঠন লোকমোর্চা স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডসমূহকে ত্বরান্বিত করে থাকে। প্রত্যাশা করি, লোকমোর্চা প্রকল্পের অগ্রযাত্রা আরো সুসংহত ও সমৃদ্ধ হোক।

দিপন দেবনাথ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সাবেক), সিংগাইর

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকারের পদক্ষেপের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। এ প্রতিষ্ঠানগুলো প্রত্যন্ত পর্যায়ে কার্যক্রম বিস্তারণের মাধ্যমে নিজ কার্যক্রমের পাশাপশি সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন ভাবনাকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে সহযোগিতা করে থাকে। মানিকগঞ্জ এর সিংগাইরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে আমি এই বিষয়গুলো গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছি। উপজেলা এনজিও সমন্বয় সভায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কার্যক্রম উপস্থাপনকালে আমি দেখেছি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ, কর্মসংস্থান, ক্ষুদ্রঋণসহ বিভিন্ন বিভাগে তারা কাজ করছে। তবে আমি অভিভূত হয়ে লক্ষ্য করেছি, ওয়েভ ফাউন্ডেশন 'লোকমোর্চা' প্রকল্পের মাধ্যমে উপজেলার বিভিন্ন পর্যায়ের শ্রেণী-পেশা-মতের অগ্রগণ্য মানুষের সমন্বয়ে সমাজ সচেতনতার কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে জানানোসহ সহজে সেবাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে অবহিত করতে ভূমিকা পালন করছে। সামাজিক খেলাধুলা, মতবিনিময়, সমাজ সচেতনতা, শিক্ষার্থীদের বিতর্কসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমি নিজেও উপস্থিত থাকার মাধ্যমে চমৎকার এসকল কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেছি। স্থানীয় মানুষকে সম্পৃক্ত করে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে গণকার্যক্রম পরিচালনায় লোকমোর্চার মতো কর্মসূচি বিরল। আমি লোকমোর্চার সাফল্য কামনা করছি।

কৃষিবিদ মোঃ হাবিবুল বাশার চৌধুরী, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ

সিংগাইর উপজেলা কৃষি অফিস কৃষকের দোরগোড়ায় কৃষি সেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারি বিভিন্ন প্রণোদনা, সার, বীজ যাতে প্রকৃত দরিদ্র কৃষক পেতে পারে তার জন্য সিংগাইরের সকল ইউনিয়নে উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ তাদের কার্যক্রম গতিশীল রেখেছে। উপজেলা কৃষি অফিসের মাঠ পর্যায়ের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ সরকারি বিভাগ এবং ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর সংগঠিত লোকমোর্চাসহ অন্যান্য বেসরকারি সংস্থার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কৃষি সেবাকে আরো ত্বরান্বিত করেছে। উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ এখন ইউপি ভবনে বসেন এবং ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় সভায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও লোকমোর্চা প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে কৃষি ও কৃষকের সমস্যা আলোচনা করে কার্যকরী সমাধানে ভূমিকা রেখে চলেছেন। আমি লোকমোর্চা প্রকল্পের দীর্ঘযাত্রা ও আরো সফলতা কামনা করছি।

ডাঃ সৈয়দা তাসনুভা মারিয়া, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ

জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার ব্রত নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ যদিও জনবল সংকটসহ নানাবিধ সমস্যা রয়েছে। স্বাস্থ্যসেবায় দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের অভিগম্যতা বৃদ্ধিসহ সেবা প্রাপ্তিতে স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে মতবিনিময় সভা, লবিং, সংলাপ ও গণশুনানীসহ নানা সামাজিক এডভোকেসি উদ্যোগ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে, পিকেএসএফ -এর সহায়তায় ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর তত্ত্বাবধানে সামাজিক সংগঠন লোকমোর্চা। আমার জানা মতে, "এলাকার দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষ এখন সহজেই কমিউনিটি ক্লিনিকসহ স্থানীয় সকল সরকারি স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হতে নিয়মিত সেবা পাচ্ছে। আমি বিশ্বাস করি, লোকমোর্চার সাথে সম্পৃক্ত আছে সমাজের সৎ, স্বেচ্ছাসেবী, মর্যাদাবান ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিবর্গ, কাজেই প্রকল্প কার্যক্রম দেশের অন্যত্র ছড়িয়ে যাক এটাই প্রত্যাশা করি"।

মোঃ জালাল উদ্দীন, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা

একটি রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়ন নির্ভর করে তার শিক্ষা ব্যবস্থার উপর কেননা শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। শিক্ষার মাধ্যমেই জাতি এগিয়ে যায়, উন্নতির শীর্ষে আরোহন করে। ওয়েভ ফাউন্ডেশন, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর অর্থায়নে লোকমোর্চা প্রকল্পের নাগরিক সংগঠন লোকমোর্চার মাধ্যমে জীবননগর উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে অভিভাবক সমাবেশ ও স্কুল পরিচালনা কমিটির সাথে পরামর্শ সভা করে থাকে। নাগরিক সংগঠন লোকমোর্চার সকলকে তাদের এসব কাজের সাথে যুক্ত থাকার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

মোঃ জাকির উদ্দিন মোড়ল, উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা

তৃণমূল পর্যায়ের নাগরিক সংগঠন লোকমোর্চা। সংগঠনটি পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর আর্থিক সহায়তায় ওয়েভ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি সেবাসহ, বাল্যবিবাহ, যৌতুক, মেয়েদের উত্যক্তকরণ ও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে তাদের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট। বিশেষ করে সুবিধা বঞ্চিত নারী-পুরুষদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সেবাসমূহের সেবা পাওয়ার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সংলাপ, লবিং, মতবিনিময়, গণশুনানী ইত্যাদি উদ্যোগ নিয়ে এডভোকেসি করে থাকে। এর মাধ্যমে লোকমোর্চা সমাজের অসহায় ও পিছিয়ে পড়া মানুষের জানাবোঝা ও সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার আওতায় নিয়ে আসতে সহায়ক হয়। প্রকল্প ও এই সামাজিক সংগঠন সম্পর্কে আলোকপাত করে বলা যায়, এটি মূলত: মানবকেন্দ্রিক। আমি লোকমোর্চার কার্যক্রমকে সাধুবাদ জানাই।

মোঃ আব্দুল হালিম, চেয়ারম্যান, সায়েস্তা ইউনিয়ন পরিষদ, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ

গ্রামের মানুষের সবচেয়ে কাছের প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদ যেটি জনগণসহ অতিদরিদ্র মানুষের জন্য সরকারের সামাজিক নিরাপত্তার ভাতাসহ অন্যান্য ভাতার সুবিধাভোগী নির্বাচনে আমার ইউনিয়ন পরিষদকে লোকমোর্চা সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। লোকমোর্চা প্রকল্পের ফলে আমার পরিষদের পক্ষে জনগণের উপস্থিতিতে উন্মুক্ত বাজেট সভা, ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় ও স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা কার্যকর করা সম্ভব হয়েছে। সায়েস্তা ইউনিয়ন লোকমোর্চার দাবির প্রেক্ষিতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি সেবার মানোন্নয়নে ইউপি বাজেট থেকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আইপিএস এর ব্যবস্থাসহ অবকাঠামো করেছি। ইউপি ভবনে উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার বসার ব্যবস্থা করেছি বিধায় কৃষকগণ সহজেই সেবা পাচ্ছে, লোকমোর্চার জন্য আমার ইউনিয়নে বাল্যবিবাহের সংখ্যা অনেকটা কমে গেছে। এর আগে করোনাকালীন দুঃসময়ে লোকমোর্চা এলাকায় মাইকিং করায় সকল জনগণকে করোনা ভ্যাকসিন দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। লোকমোর্চা প্রকল্পটি দেশের অন্যত্র বিস্তার হোক ও লোকমোর্চার সফলতা কামনা করছি।

এডভোকেট বেলাল হোসেন, সভাপতি, জেলা লোকমোর্চা, চুয়াডাঙ্গা

দীর্ঘ প্রায় ২১ বছর ধরে দল-মতের উর্দ্ধে উঠে সামাজিক ও নাগরিক দায়বদ্ধতার উপলব্ধি থেকে সহযোদ্ধা বন্ধুদের সাথে নিয়ে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে প্রিয় সংগঠন লোকমোর্চা'র সাথে অবিরাম পথচলা। সমাজের পিছিয়ে পড়া দরিদ্র ও সরকারি সেবাবঞ্চিত প্রান্তিক মানুষের রাষ্ট্রস্বীকৃত অধিকার আদায়ে তাদের পক্ষে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি ও সামাজিক নিরাপত্তা সেবাসহ নারী-শিশুর প্রতি সহিংসতা ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে জেলার জীবননগরের ৮টি ইউনিয়ন ও জেলা শহরসহ ৪ উপজেলায় কাজ করে যাচ্ছে ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বর্তমান প্রকল্প অবধি। আইন পেশার মানুষ হয়ে শুধু বলতে চাই, সরকারি সেবা পাওয়া দরিদ্রসহ সব মানুষেরই অধিকার। তাদের অধিকারের পক্ষে দাবি তুলতে ও সেবাপ্রাপ্তি সহজ করতে লোকমোর্চা সেবাগ্রহীতা ও সেবাপ্রতিষ্ঠানের মাঝে সেতুবন্ধন হিসাবে ভূমিকা রাখছে। সেলক্ষ্যে লোকমোর্চা কার্যকর পরিকল্পনা করে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের উল্লিখিত সরকারি বিভাগ ও প্রশাসনের সাথে মতবিনিময়, সংলাপ, লবিং ও গণশুনানীসহ সামাজিক এডভোকেসি উদ্যোগ বাস্তবায়নে কাজ করছে। এর ফলে এলাকার দরিদ্র মানুষ এখন সহজেই এসব সেবা পাচ্ছে, নির্যাতিত নারীরা বিনামূল্যে আইনি ও অন্যান্য সহায়তা পাচ্ছে, পারিবারিক নির্যাতন ও বাল্যবিবাহ অনেকটা কমে গেছে। আমাদের দীর্ঘ পথচলায় অর্থ ব্যয় ও পরামর্শ প্রদানে চুয়াডাঙ্গা লোকমোর্চার সকলে ওয়েভ ফাউন্ডেশন ও পিকেএসএফ-এর কাছে কৃতজ্ঞ। চলমান প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিসহ লোকমোর্চার নিরন্তর সফলতা কামনা করছি।

হাজী আব্দুল বারেক খাঁন ও আনোয়ারা খাতুন, সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক
সিংগাইর উপজেলা লোকমোর্চা, মানিকগঞ্জ

লোকমোর্চা একটি দলনিরপেক্ষ সামাজিক সংগঠন যা স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে সমাজের দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের জন্য সরকারি স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি ও সামাজিক নিরাপত্তা সেবা এবং নারীর প্রতি সহিংসতা ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সিংগাইরের ১০টি ইউনিয়নে কাজ করে যাচ্ছে ২০১৯ সাল হতে। সরকারি সেবা পাওয়া সবার নাগরিক অধিকার আর এ অধিকারের দাবি তুলতে ও প্রাপ্তিতে লোকমোর্চা সেবাগ্রহীতা ও সেবাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরিতে ভূমিকা রাখছে। উল্লিখিত সরকারি সেবাসমূহ জনগণ যাতে সহজে পায়, সেলক্ষ্যে লোকমোর্চা ইউনিয়ন পরিষদ, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিক্ষা, সমাজসেবা ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সাথে সভা, লবিং, সংলাপ, গণশুনানী ইত্যাদি সামাজিক এডভোকেসি উদ্যোগ নিয়ে কাজ করছে। ফলে দরিদ্র মানুষ সহজেই সেবা পাচ্ছে। নারীর প্রতি সহিংসতা, বাল্যবিবাহ হ্রাস পেয়েছে সিংগাইরে। আমরা এ কাজে থাকতে পেরে ওয়েভ ফাউন্ডেশন ও পিকেএসএফ এর কাছে কৃতজ্ঞ এবং দীর্ঘ মেয়াদে প্রকল্পটি চালিয়ে যাবারও আবেদন করছি।

নমুনা ভিত্তিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ

নবকাংলা
বাংলার কথা বলে

সিংগাইরে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

মো.রকিবুল হাসান বিশ্বাস, সিংগাইর (মানিকগঞ্জ) থেকে: ওয়েভ ফাউন্ডেশন মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলা জামশা ইউনিয়ন সভা কক্ষে লোকমোর্চা প্রকল্পের মাধ্যমে নারীর প্রতি সহিংসতা ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে ইমাম, কাজী, পুরোহিতদের সাথে জনপ্রতিনিধি ও উপজেলা প্রশাসনের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (১৭ এপ্রিল) সকাল সাড়ে ১১টার দিকে জামশা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গাজী কামরুজ্জামানের সভাপতিত্বে সভার কার্যক্রম শুরু হয়।

নবকাংলা
বাংলার কথা বলে

সিংগাইরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা উন্মুক্ত বাজেট সভা অনুষ্ঠিত

সিংগাইর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি: তৃনমূল পর্যায়ে জনঅংশগ্রহণ, সচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং স্থানীয় সরকারের টেকসই উন্নয়নের লক্ষে মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলার জয়মন্টপ ইউনিয়ন পরিষদে পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনা উন্মুক্ত বাজেট সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সিংগাইর(মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি:

সামাজিক পূঁজি গঠনের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় সরকারি সেবাসমূহ জনবান্ধবকরণ (লোকমোর্চা) প্রকল্পের আওতায় মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলা লোকমোর্চার পুন:গঠন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (২৪ মে) সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সহায়তায় মধ্য সিংগাইর ওয়েভ ফাউন্ডেশন প্রকল্প অফিসের হলরুমে হাজী আব্দুল বারেক খানের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

নমুনা ভিত্তিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ

দৈনিক মাথাভাঙ্গা
The Daily Mathabhanga
২১ নভেম্বর ✿ মঙ্গলবার ✿ ২০২৩
জীবননগরের আন্দুলবাড়িয়ায় কৃষি ক্ষেত্রে সমস্যা এবং সম্ভাবনা নিয়ে সংলাপ অনুষ্ঠিত

প্রথম আলো
সোমবার
স্বাভাবিক চলাচল পুনরায় চালু করার দাবি

প্রথম আলো
রোববার

দৈনিক মাথাভাঙ্গা
The Daily Mathabhanga
সংসদ সদস্য হাজি আলী আজগার টগরের সাথে লোকমোর্চার মতবিনিময় অনুষ্ঠিত

দৈনিক পশ্চিমাঞ্চল
www.pashchimanchal.com
THE DAILY PASHCHIMANCHAL
উথলীতে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সেবায় সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে সংলাপ

দৈনিক মাথাভাঙ্গা
The Daily Mathabhanga
জীবননগরের উথলীতে উপজেলা প্রশাসন ও লোকমোর্চার হস্তক্ষেপে বাল্যবিয়ে বন্ধ

দৈনিক মাথাভাঙ্গা
The Daily Mathabhanga
চুয়াডাঙ্গায় লোকমোর্চার বিভিন্ন দাবি মামা নিয়ে তিন কার্যালয়ে লবিং অনুষ্ঠিত

সময়ের সমীকরণ
The Daily Somoyer Somikoron

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন
পিকেএসএফ

লোকমোর্চা
ন্যায্য সমাজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার

ওয়েভ ফাউন্ডেশন
WAVE FOUNDATION
Together for Better Life

সামাজিক পুঁজি গঠনের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় সরকারি সেবাসমূহ জনবান্ধবকরণ

লোকমোর্চা প্রকল্পের সফলগাঁথা
(জুলাই ২০২১ - জুন ২০২৪)

অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তায়
Learning and Innovation Fund to Test New Ideas (LIFT)

ওয়েভ ফাউন্ডেশন
২২/১৩, ব্লক: বি, খিলজী রোড, মোহম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
+৮৮০ ২৫৮ ১৫১৬২০, +৮৮০ ২৪৮১১০১০৩
info@wavefoundationbd.org